গাজায় আন্তর্জাতিক আইন পদদলিত হচ্ছে: জাতিসংঘ

সারে-জমিন

খোলা মুখ কয়লা খনি গ্রামবাসীদের কাছে বিপদ

রূপসী বাংলা

নেতানিয়াহুকে কেন হিটলার বলছেন এরদোগান

সম্পাদকীয়

মালদা জেলার কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালু

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৯ জানুয়ারি, ২০২৪
৩ মাঘ ১৪৩০
৬ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

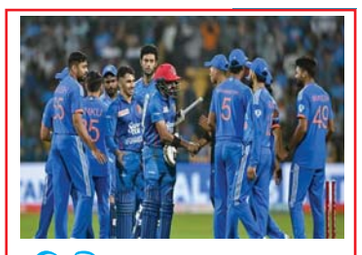

দ্বিতীয় সুপার ওভারে আফগানিস্তানকে হারাল ভারত

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 19 ■ Daily APONZONE ■ 19 January 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

২২ জানুয়ারি অর্ধদিবস ছুটি কেন্দ্রীয় অফিস

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় কর্মিবর্গ মন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অযোধ্যায় রাম মন্দির অভিষেক অনুষ্ঠানের কারণে ২২ জানুয়ারি দেশের সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস অর্ধদিবস বন্ধ থাকবে। সোমবার রাম মন্দিরের গর্ভগৃহে রামলালার নতুন মূর্তির 'প্রাণ প্রতীষ্ঠ' অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। এই অনুষ্ঠানে পৌরেহিত্য করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
অযোধ্যায় রামলালা প্রাণ প্রতিষ্ঠা ২২ জানুয়ারি সারা ভারত জুড়ে পালিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত মন্ত্রক/বিভাগকে জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কর্মীদের উদযাপনে অংশ নিতে সক্ষম করার জন্য, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সারা ভারত জুড়ে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারী অফিস, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ২২ শে জানুয়ারি বেলা আড়াইটা পর্যন্ত অর্ধদিবসের জন্য বন্ধ থাকবে।
কেন্দ্রীয় কর্মিবর্গ প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, মানুষের আবেগের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সারা দেশে ব্যাপক গণচাহিদা ছিল। তাই এদিন কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস অর্ধদিবস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পার্সোনাল ল' বোর্ডের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষায় গঠন করা হল কমিটি

আপনজন ডেস্ক: মাওলানা খালিদ সাইফুল্লা রহমানির পৌরহিত্যে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি) ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল হায়দরাবাদের আল মাহাদ উল আলি আল ইসলামি-র সভাঘরে। এই বৈঠকে এআইএমপিএলবি-র দেশব্যাপী সদস্যরা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
পার্সোনাল ল বোর্ড বলেছে, "উপাসনাস্থল আইন-১৯৯১" কঠোরভাবে প্রয়োগ করা দরকার জ্ঞানবাপীর মতো কাশী ও মথুরাতেও। এই বিষয়ে কেন্দ্রের অব্যাহত নীরবতা রাজ্য সরকারগুলিকে আদালতে আইনটি ভুলভাবে উপস্থাপনের অনুমতি দেওয়ার জন্য সমালোচিত হয়।
এআইএমপিএলবি-র আলোচনার বিষয় বস্তু তুলে ধরে মৌলানা উমরিন মাহফুজ রেহমানি এবং এআইএমআইএম প্রধান তথা হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসি বরেন, পার্সোনাল ল বোর্ডের আইনি কমিটি বিভিন্ন আদালতে মসজিদগুলির বিরুদ্ধে চলমান আইনি চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করবে।
প্যালেস্তাইনের পক্ষে জাতির জনক গান্ধীজি থেকে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী পর্যন্ত ভারতের অবস্থান বজায় রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে আর্জি জানিয়েছে পার্সোনাল র বোর্ড। ইসরাইলের হাতে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বোর্ড। বোর্ড সেই সমস্ত দেশকে ধন্যবাদ জানিয়েছে যারা ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করছে
ইসলাম ধর্ম ও এর সংস্কৃতি প্রচার ও প্রচারের জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে, মানুষ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনার জন্য মসজিদে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর অংশ হিসাবে, এআইএমপিএলবি নতুন "নিকাহ নামা" খসড়া তৈরি করেছে এবং মুসলমানদের এআইএমপিএলবি দ্বারা খসড়া করা "নিকাহ নামা" অনুসরণ করার জন্য আবেদন করেছে।
এদিনের বৈঠকের পার্সোনাল ল বোর্ড আট দফা প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। বৈঠকে পাস হওয়া প্রস্তাবগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পৃথক গাইডলাইন তৈরি করা হবে বলে জানানো হয়েছে। ওয়াকফ জমি সম্পর্কে এআইএমপিএলবি বলেছে, ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষায় আইন বিদ্যমান রয়েছে যা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত। এ জন্য কমিটিও গঠন করা হয়েছে, যারা পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।
এদিন যে আট দফা প্রস্তাব পাস করা হয় তাতে বলা হয়, ওয়াকফহল মুসলমানদের ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পবিত্র সম্পদ এবং মুসলমানরা এর হেফাজতকারী ও প্রশাসক। একই সঙ্গে তারা এর থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকারী বলেও জাননো হয়, এনডাউমেন্ট সম্পত্তির অপব্যবহার এড়াতে, অন্যদের থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য আল্লাহর ভয় থাকা দরকার। কারণ ওয়াকফ সম্পত্তির অবৈধ দখল এবং ওয়াকফের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত লাভের জন্য তা ব্যবহার করা নিকৃষ্টতম বিশ্বাসঘাতকতা এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। এছাড়া মুসলমানদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়ে শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়। স্বামী-স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজনের বিবাদ মেটাতে দারুল কাজাকে রেফার করতে বলা হয়।

শুরু বইমেলা, থিম কান্ট্রি ব্রিটেনের প্রশংসা মমতার

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে নাগাদ ৪৭ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান ল সল্টলেকের করুণাময়ী সেন্ট্রাল পার্কের বইমেলা প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বিভিন্ন বইয়ের স্টল ঘুরে দেখেন। বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার অ্যালেক্স ইলিস সিএমজি, ব্রিটিশ কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর অ্যালিসন ব্যারেট এমবিই এবং সাহিত্যিক বাণী বসু। তাকে রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কা সিইএসসি সৃষ্টি সম্মান প্রদান করা হয়েছে।
বইমেলায় এ বারের থিম ব্রিটেন। এই নিয়ে চতুর্থ বার ব্রিটেনের থিমে কলকাতা বইমেলার আয়োজন করা হল। বইমেলা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মমতা তার লন্ডনযাত্রার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। বলেন, 'আমি লন্ডনের প্রতিটি রাস্তা চিনি। ওখানে গিয়ে আমি কখনও গাড়িতে ঘুরি না। পায়ে হেঁটে ঘুরি। লন্ডন আমাদেরও শহর। ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজদের উন্নয়নমূলক কাজ এবং তাদের তৈরি উৎকৃষ্ট স্থাপত্য, ভাস্কর্যের প্রশংসাও করেন মমতা। এ বছর বইমেলায় ২০টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে। আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা চলবে।

বিলকিস ধর্ষণ কাণ্ডে ৫ দোষী আত্মসমর্পণের সময় চাইল

আপনজন ডেস্ক: ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার সময় বিলকিস বানুর গণধর্ষণ এবং তার পরিবারের সাত সদস্যকে হত্যার মামলায় পাঁচ দোষী বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য ২২ জানুয়ারির পরেও চার সপ্তাহ বাড়ানোর আবেদন করেছিল দোষী গোবিন্দভাই নাই। প্রদীপ মর্ধিয়া, বিপিনচন্দ্র জোশী, রমেশ চন্দনা ও মিতেশ ভাট একই সঙ্গে মুক্তিও চেয়েছে। গত ৮ জানুয়ারি শীর্ষ আদালত গুজরাত সরকারের ১১ জন দোষীকে ক্ষমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিয়ে বলেছিল, এই আদেশগুলি "গতানুগতিক" এবং বিবেচনার প্রয়োজন ছাড়াই পাস করা হয়েছিল। দোষীদের দু সপ্তাহের মধ্যে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বি ভি নাগরথানা এবং বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের বেঞ্চের সামনে সময় বাড়ানোর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এরপরই বেঞ্চ রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দেয়, আবেদনগুলি গ্রহণ করার জন্য আজ শুক্রবার বেঞ্চ পুনর্গঠনের জন্য প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের কাছ থেকে আদেশ চাইতে। তিনজন আবেদনকারী জানিয়েছেন, আত্মসমর্পণ ও কারাগারে রিপোর্ট করার জন্য সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন করা হয়েছে।

তৃণমূলের সম্প্রীতি মিছিলের অনুমতি দিল হাইকোর্ট

খারিজ শুভেন্দুর আবেদন

আপনজন ডেস্ক: অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের দিনই ২২ জানুয়ারি সম্প্রীতি সমাবেশ করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সভা চলাকালীন যাতে শান্তি বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তবে আবেদনকারী শুভেন্দু অধিকারী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা এবং বিজেপি বিধায়ককে সেদিন রাজ্যে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের অনুরোধের বিষয়ে কোনও আদেশ দেয়নি আদালত। শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী আদালতকে জানান, ২২ জানুয়ারি সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শহরে রাম মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত ৩৫টি কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য অশান্তির আশঙ্কায় ওই দিনই সম্প্রীতির সমাবেশের অনুমতি না দেওয়ার জন্য শুভেন্দু অধিকারীর আবেদন মঞ্জুর করেনি আদালত।
প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে যে অনুমোদিত কর্মসূচিগুলির কোনওটিই যাতে প্রভাবিত না হয় এবং সমাবেশ চলাকালীন কোনও ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর ভাবাবেগে আঘাত করতে পারে এমন কোনও বক্তৃতা বা বিবৃতি দেওয়া না হয় তা নিশ্চিত করা রাজ্যের দায়িত্ব।
আদালত সমাবেশের আয়োজকদের এই নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ

করতে এবং সকল অংশগ্রহণকারী যাতে এটি সম্পর্কে সচেতন হয় তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়। যদি কোনও লঙ্ঘন ঘটে তবে আয়োজকদের দায়ী করা হবে, আদালত বলেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ২২ জানুয়ারি কলকাতায় 'সম্প্রীতির জন্য সমাবেশ'-এর নেতৃত্ব দেবেন, যেদিন অযোধ্যায় অভিষেক অনুষ্ঠান হবে।
শাসক দল তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, কালীঘাট মন্দির দর্শন শেষে দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড় থেকে মিছিল শুরু করবেন তিনি। পার্ক সার্কাস ময়দানে শেষ হবে এই শোভাযাত্রা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সমস্ত জেলায় অনুরূপ সমাবেশ সংগঠিত করারও আহ্বান জানিয়েছেন। বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে পুলিশ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দিষ্ট অনুমতি ছাড়া ব্লকগুলিতে পরিকল্পিত সমাবেশ করা যাবে না।

আল-আমীন মিশন

উচ্চতায় অদ্বিতীয়, উজ্জ্বলতায় অম্লান

Al-Ameen Mission 38 Years in service to the society

একাদশ শ্রেণিতে (বিজ্ঞান বিভাগ) ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

NEET (মেডিকেল) এবং JEE (ইঞ্জিনিয়ারিং) বিশেষ কোচিংসহ

ফর্মপূরণ চলছে অনলাইন-এ
www.alameenmission.org
Scan QR

যোগ্যতা ২০২৪-এর মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষার্থী

ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি ২০২৪ (OFFLINE)
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ (ONLINE)

প্রবেশিকা পরীক্ষা ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, রবিবার

পরীক্ষাকেন্দ্র সারা রাজ্যে ১৭-টি জেলায়, ৪৩-টি কেন্দ্রে

ভর্তি নেওয়া হবে ২৫০০ জন ছাত্রছাত্রী।
১৫ টি জেলায়, ৩০-টি ক্যাম্পাসে।

যোগাযোগ (সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টে)
৭৪৭৯০ ২০০৫৯; ৭৪৭৯০ ২০০৬৬

উচ্চ-মাধ্যমিক ২০২৩

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%
ছাত্র	১২৩৯	১৪৫	৮৪১	১১৪৮
ছাত্রী	৮৫৪	৯২	৫৫৮	৭৯৮
সর্বমোট	২০৯৩	২৩৭	১৩৯৯	১৯৪৬

দুঃস্থ ও নিম্নবিত্ত	৫৪২ জন (২৬%)
নিম্ন-মধ্যবিত্ত	৭৭৯ জন (৩৭%)
মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত	৭৭২ জন (৩৭%)

মাধ্যমিক ২০২৩

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%
ছাত্র	১৪৯৮	৩১৮	১০২০	১৩৬১
ছাত্রী	৬৮৫	১২৯	৩৯৪	৫৫৪
সর্বমোট	২১৮৩	৪৪৭	১৪১৪	১৯১৫

দুঃস্থ ও নিম্নবিত্ত	৬০৬ জন (২৮%)
নিম্ন-মধ্যবিত্ত	৭২১ জন (৩৩%)
মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত	৮৫৬ জন (৩৯%)

এবারও রেকর্ড মেডিকেলে

বিগত ৩ বছরের সাফল্য নিট ইউ জি (মেডিকেল)

বছর	৬০০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৯০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৮০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৬০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৫০ নম্বর এবং তার ওপর
২০২৩	২৭৫	৩৪৯	৪২৭	৫৬৯	৬২৭
২০২২	২৩১	৩০৯	৩৭৪	৫০৫	৫৫০
২০২১	১৪০	১৮৯	২৩৫	৩৫০	৪০৮

মেডিকেল ২০২৩-এর প্রথম কয়েকজন কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

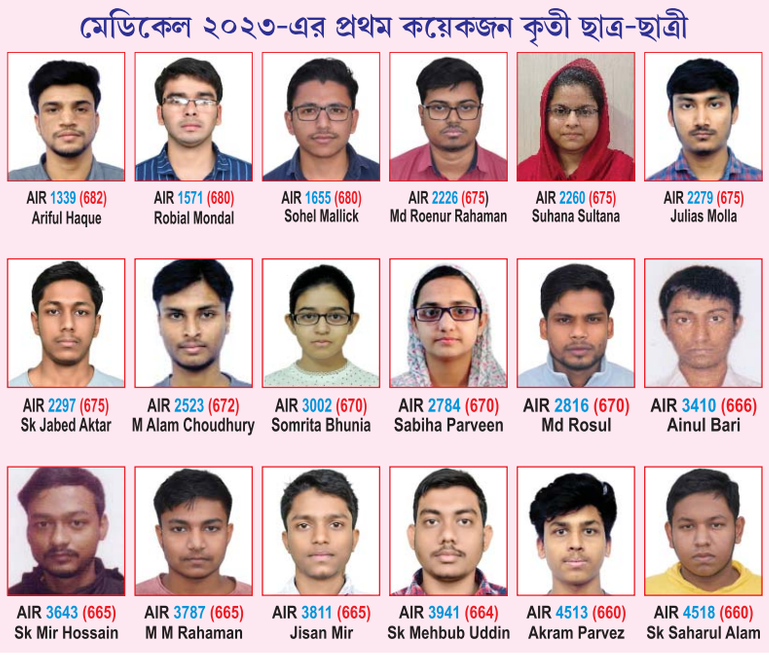

রেজি. অফিস: খলতপুর, হাওড়া, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৫৯ | সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬ | সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ১৬, ফোন: ৯৮৭৪৫ ২৬৩৯৪

প্রথম নজর

বদলে গেল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, হাই মাদ্রাসার পরীক্ষার সময়সূচি

সেখ নুরুদ্দিন ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ,হাই মাদ্রাসা কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে সময়সূচির রদবদলের বার্তা। মাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসার পরীক্ষা ১১.৪৫এর পরিবর্তে শুরু হবে সকাল ৯.৪৫-এ। চলবে বেলা ১টা পর্যন্ত। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও ৯.৪৫ থেকে শুরু হবে। চলবে ১টা পর্যন্ত। পরীক্ষার্থীরা সকাল ৮.৩০ মিনিট থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে।মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব বিদ্যালয়ের জেলা পরিদর্শকের কাছে এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই বার্তা পাঠিয়েছেন। পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন হলেও অপরিবর্তিত রয়েছে পরীক্ষার দিনক্ষণ। সময়সূচির হঠাৎ বদলের সিদ্ধান্তে শোরগোল শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।পূর্বেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পর্ষদ জানিয়েছে মাধ্যমিক প্রবেশপত্র বিতরণ করা হবে ২২শে জানুয়ারি নির্দিষ্ট ক্যাম্প অফিস থেকে বিতরণ করা হবে।২৪শে জানুয়ারি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে।

খোলা মুখ কয়লা খনি গ্রামবাসীদের বিপদ ডেকে আনছে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: খোলা মুখ কয়লা খনি ক্রমান্বয়ে কাল হয়ে নেমে আসছে গ্রামবাসীদের । সালটা ছিল ২০০১,বাঁকুড়া জেলার শিল্প তালুক নামে পরিচিত বড়জোড়ায় ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্টের খোলা মুখ কয়লা খনি। এই কয়লা খনি উদ্বোধনের পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের মিলে ছিল কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি।কিন্তু সময় গড়িয়ে গেলেও কাজের কাজ বলতে কিছুই হয়নি।রাজ্যে ২০১১ সালে রাজনৈতিক পালা বদলের পরেও পরিস্থিতি আজও একই রয়ে গেছে। এর ওপর দোসর হয়ে দাঁড়িয়েছে খোলা মুখ কয়লা খনির ব্লাস্টিং। কয়লা উত্তোলন করার জন্য ডিনামাইট ব্লাস্টিং করে চলে বিভিন্ন মেশিন পত্র দিয়ে কয়লা উত্তোলনের কাজ। রাজ্য সরকারের এই খোলা মুখ কয়লা খনি কালক্রমে অভিশাপ হয়ে নেমে ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের। কারন খোলা মুখ কয়লা খনিতে রোজ ব্লাস্টিং এর ফলে গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়িতে ফাটল ধরেছে, এমনকি কিছু কিছু বাড়ি প্রায় ধসে পড়ারও উপক্রম। এই বিষয়টির প্রতিবাদ স্বরূপ গ্রামবাসীরা একাধিক আন্দোলনও সংগঠিত করেছে আর আন্দোলন সংগঠন করার জন্য গ্রামবাসীদের বাড়তি পাওনা হিসেবে মিলেছে পুলিশি কেস। গ্রামবাসীরা তাদের এই সমস্যার কথা একাধিক প্রশাসনিক স্তরে একাধিক ভাবে জানালেও মেলেনি কোন সূরাহা। এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস মিললেও, তা এখনো কার্যকরী হয়নি বলেই অভিযোগ গ্রামবাসীদের।এই কয়লা খনিতে ব্লাস্টিং এর সময় ঘরে থাকা খুবই বিপদজনক, যে কোন মুহূর্তে একটা আস্ত বাড়ি ধসে পড়তেই পারে, তাই গ্রামবাসীদের একটাই দাবি পুণর্বাসন।

এই বিষয়টি নিয়ে শাসক তৃণমূলের পক্ষ থেকে। স্থানীয় বড়জোড়া ব্লকের সভাপতি কালিদাস মুখোপাধ্যায় জানান, ব্লাস্টিংয়ের তীব্রতার ব্যাপারে মাইনিং কর্তৃপক্ষের সাথে প্রশাসনের আলোচনা হয়েছে,মাইনিং কর্তৃপক্ষ ব্লাস্টিংয়ের তীব্রতা কমানোর কথা বলেছেন আর পুনর্বাসনের কথা এখনই দেওয়া সম্ভব নয় উচ্চস্তরে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডা: সুভাষ সরকার জানান,স্থানীয় প্রশাসনের পরিবেশ বিষয়ক দপ্তরের সঙ্গে কথা বলা উচিত আদেও এর অনুমতি রয়েছে কিনা সেটাও দেখা দরকার। এটা মূলত রাজ্য প্রশাসনেরই জানানোর বিষয়, আমি সেটাকে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পরিচালনা করবো।

দল পাল্টালেই সাধু হয়ে যাচ্ছে, সংখ্যালঘু সেলের সভায় বিজেপিকে খোঁচা ফিরহাদের

মনিরুজ্জামান ও ইসরাফিল বৈদ্য ● কলকাতা

আপনজন: ২২ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন আবদ্ধ রাখতে রাজ্য জুড়ে পদযাত্রার আহ্বান করেছেন। দলনেত্রীর ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে ময়দানে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস দল। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাট নিউটাউন তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে জনসভায় ফিরহাদ হাকিম বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, দল পাল্টালেই সাধু।ওরা একটা ওয়াশিং মেশিনের দল। সাধারণ মানুষের দেওয়া প্রতিশ্রুতি গুলো কোনভাবেই পূরণ করতে না পেরে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করে ভোটের বৈতরণী পার করতে চেষ্টা করছে মোদি সরকার। যতই তারা বিভাজনের চেষ্টা করুক বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইউনাইটেডলিভাবে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখবে বাংলার আপামর মানুষ। ফিরহাদ হাকিম দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নের প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আগামী লোকসভা নির্বাচনে দেশের সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, ধর্মীয় বিভাজন ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে বিজেপি সরকার যে পর্যায়ে পৌঁছে নিয়ে গেছে, তা নির্মূল করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রী যথেষ্ট। যতই ধর্মীয় কলকাটি নাড়ুক বিভাজনের রাজনীতিতে কখনোই সাফল্য পাবে না কেন্দ্রীয় সরকার বলে মন্তব্র করেন তিনি। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু ছেলে রাজ্য সভাপতি মোশারফ হোসেন প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, সংখ্যালঘুরা যেকোনো ভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে আছে,ছিল,ভবিষ্যতেও থাকবে। স্থানীয় বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় তার সংক্ষিপ্ত দাবি করেন, মাঝের হাট এলাকা শান্তি সম্প্রীতির এলাকা এখানে কোনদিন ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি হয়নি, আগামীতেও হবে না। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তথা উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, রবীন্দ্র নজরুলের বাংলায় ধর্মীয় বিভাজন কোনভাবেই বাংলার আপামর মানুষকে ক্ষতি করতে পারবেনা। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রবীর ঘোষ এলাকায় সঙ্ঘবদ্ধতার কথা শুনিয়ে একসঙ্গে চলার কথা বলেন।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন যুব সভাপতি আফতাব উদ্দিন, জেলা পরিষদের সদস্য জাহানারা বিবি,কাউন্সিলর চেয়ারম্যান শাহনাওয়াজ আলী মন্ডল, কাউন্সিলর রহিমা বিবি মন্ডল, আরিত্রিকা ভট্টাচার্য, নাজির উদ্দিন, পিনাকী নন্দী, সাইফুল ইসলাম, আজিজুল হক প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জলের অপচয় রোধ করতে মক পার্লামেন্ট পড়ুয়াদের নিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জলের অপচয় রোধ, জলের ব্যবহার, নলবাহিত বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছানোর বার্তা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে অভিনব উদ্যোগে মক পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত হলো সামসেরগঞ্জের চাচন্ড বি জে হাইস্কুলে। বৃহস্পতিবার জল জীবন মিশনের কর্মীদের উদ্যোগে আয়োজিত এই মক পার্লামেন্টে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চাচন্ড বিজে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মেজাউর রহমান, জল জীবন মিশনের সামসেরগঞ্জ ব্লকের কোঅডিনেটর মাসুদ আলী, বিশ্বজিৎ কর্মকার, সহকারী শিক্ষক সামিম আখতার, রেজাউল করিম, সাকির হোসেন সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। নল বাহিত পানীয় জলের কোন সমস্যা থাকলে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে রেজিস্টার বুকে কমপ্লেন করা সহ নানাবিধ বিষয়ে মক পার্লামেন্টে প্রশ্ন উত্তর পর্ব হয়। পাশাপাশি সামসেরগঞ্জের নয়টি পঞ্চায়েতে জল জীবন মিশনের যে কাজ চলছে সে বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ছাত্রীরা।

পাখিদের সুরক্ষায় শুরু হল পাখি উৎসব

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সজনেখালি

আপনজন: সুন্দরবন সহ সারা রাজ্যে এই সময় জাকিয়ে শীত পড়েছে। আর বুধবার থেকে ২য় বছরের চারদিনের পাখি উৎসব শুরু হলো সুন্দরবনে।বুধবার সুন্দরবনের সজনেখালিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই পাখি উৎসবের সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্য বনপাল দেবল রায়, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা রাজেন্দ্র জাখর,সহকারী ক্ষেত্র অধিকর্তা জোন্স জাস্টিন, সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ারের ডিরেক্টর নীলাঞ্জন মল্লিক, দক্ষিন ২৪ পরগনা বন আধিকারিক মিলন মন্ডল সহ আরো অনেকে।নভেম্বর মাস থেকে আবেদন করার জন্য দুটি ওয়েবসাইট প্রকাশ করেছিলো বন দফতর। সেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করেন পাখিপ্রেমীরা। ২৪ জন পাখি প্রেমী মানুষ এই পাখি উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে। যাদেরকে ছয়টি দলে ভাগ করে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরিয়ে ছবি তোলার কাজ করবে বনবিভাগ। উল্লেখ্য, প্রথমবার পাখি উৎসবের সমীক্ষা বিশ্লেষণ করে বনদপ্তর জানতে পেরেছিল সুন্দরবনের ১৪৫ প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে। ৫ হাজারের বেশি পাখির দর্শন পেয়েছিলেন উৎসবের যোগদানকারী পাখি প্রেমিকারা। গতবার তিনদিন ধরে এই উৎসব চললেও এবার সেই উৎসব চারদিনের করা হয়েছে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে। গত বছর পাখি উৎসব থেকে বনদপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাখি সুরক্ষার বিষয়ে।আর সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শীতের সময় যে সমস্ত পরিযায়ী পাখি সুন্দরবন এলাকায় আসে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হচ্ছে যাতে কোনভাবেই কেউ পাখি শিকার না করে সেদিকে ও কঠোরভাবে নজর দিয়েছে বনদপ্তর। আশেপাশের লোকালয় গুলিতেও নিরাপত্তা বাড়াতে গ্রামবাসীদের সচেতন করার কাজ শুরু করেছে বনদপ্তর।

স্কুলে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ অঙ্গনওয়াড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পটাশপুর

আপনজন: কাঁথি লোকসভার কেন্দ্রের পটাশপুর ২ নম্বর ব্লকের পরশুরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে তালা লাগিয়ে চলল বিক্ষোভ। বিক্ষোভ দেখায় সহায়ক দলের মহিলারা। মিড ডে মিলের রান্না করবে কোন দলের মহিলারা, তা নিয়েই বিবাদ অভিযোগ। পরশুরাম মাতঙ্গিনী সহায়ক দলের মহিলারা ২০০৫ সাল থেকে বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের রান্না করেন।

বৃহস্পতিবার তাঁরা বিদ্যালয়ে রান্না করতে গিয়ে দেখেন অন্য একটি সহায়ক দলের মহিলারা কাজ করছেন। মাতঙ্গিনী সহায়ক দলের মহিলারা রান্না করতে চাইলে তাঁদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের বচসা বাঁধে। এমনকি তাঁদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার হয়,রান্নার সরঞ্জামও।কিন্তু কেন মাতঙ্গিনী স্ব সহায়ক দলের মহিলাদের রান্না করতে দিচ্ছেন না প্রধান শিক্ষক ? কারণ হিসাবে মহিলারা বলেন,প্রধান শিক্ষক তাঁদের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা গ্রুপ লোন ধার হিসাবে চেয়েছিলেন, মাতঙ্গিনী স্ব সহায়ক দলের মহিলারা সেই লোন দিতে রাজি হননি।তাই প্রধান শিক্ষক রাতারাতি নিয়ম বহির্ভূতভাবে অন্য একটি স্ব সহায়ক দলকে নিয়োজিত করে মিড ডে মিলের রান্নার জন্য।তার প্রতিবাদে মাতঙ্গিনী স্ব সহায়ক দলের মহিলারা প্রধান শিক্ষকের অফিসের মধ্যে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখান।দীর্ঘদিন ধরে চলে বিক্ষোভ। বন্ধ থাকে মিড ডে মিলের রান্না।

খবর পেয়ে দুপুরে ঘটনাস্থলে আসে পটাশপুর থানার পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মাতঙ্গিনী স্ব সহায়ক দলের মহিলাদের পুনরায় মিড মিলের রান্নায় নিয়োজিত করার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আসে।এই নিয়ে প্রধান শিক্ষকের তরফে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ডিজিটাল সাংবাদিকদের বিক্ষোভ

সেখ আবদুল আজিম ● ডানকুনি

আপনজন: ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাংবাদিকরা পোস্টার হাতে ডানকুনি পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখালেন। ডানকুনি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলেরর মদতে বেআইনি নির্মাণের খবর পরিবেশন করে একটি ইউটিউব নিউজ চ্যানেল খবর করায় তা নির্মাণ বন্ধ করা হয়। তারপরই ওই ড্রানেলে বিরুদ্ধে তৃণমূল কাউন্সিলর মামলা করেন। তারই প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান ডিজিটাল সাংবাদিকরা।

বালুরঘাটে শুরু হল শ্রমিক মেলা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে শুরু হলো শ্রমিক মেলা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র, জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ মফিজ উদ্দিন মিয়া, লেবার কমিশনার সহ একাধিক আধিকারিক ও বিশিষ্টজন। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এই শ্রমিক মেলা চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। মেলায় মোট ২৫ টি স্টল রয়েছে। মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত শ্রমিক রয়েছে তাদের নাম নথিভুক্ত করন সহ শ্রমিকদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে এবং শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে আর্থিক সহায়তা প্রদান, নানা প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলি স্টলের মাধ্যমে মেলায় তুলে ধরা হয়েছে। জানাগিয়েছে, ভবিষ্য নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকরা পূর্ণ মেয়াদ অর্থাৎ ১৮ থেকে ৬০ বছর শেষে আড়াই লক্ষ টাকারও বেশি পাবেন। পেনশন হিসেবে নির্মাণ কর্মী ও পরিবহন কর্মীরা মাসিক ন্যূনতম দেড় হাজার ও এক হাজার টাকা অর্থ সাহায্য পাবেন। শ্রমিকদের জন্য সরকারের তরফে দেওয়া এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা গুলির বিষয়ে তাদের অবগত করতেই এই মেলার আয়োজন করা হয়। এদিন জেলার বিভিন্ন ব্লকের শ্রমিক ও তাদের পরিবারদের এককালীন অর্থ সাহায্যের প্রতিকী চেক তুলে দেন বিশিষ্টজনেরা। সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে অবগত করার পাশাপাশি শ্রমিক মেলা উপলক্ষে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এবিষয়ে ডেপুটি লেবার কমিশনার গোপাল বিশ্বাস জানান, 'অসংগঠিত শ্রমিকদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই মেলার আয়োজন। এদিন জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ৬০০ জনের উপরে শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে জেলায় ২ লক্ষ ৭৪ হাজার অসংগঠিত শ্রমিক নথিভুক্ত রয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি।'

সিনিয়র মাদ্রাসার ইসালে সওয়াব মাহফিল থেকে সম্প্রীতির বার্তা

এম মেহেদী সানি ● আমডাঙ্গা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আমডাঙ্গা কে. এস. এইচ. রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসায় (ফাজিল) অনুষ্ঠিত হলো ৭১ তম বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ইসালে সওয়াব মাহফিল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। এদিন ক্বেরাত, গজল, হামদ, প্রশ্ন উত্তর, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ের মাদ্রাসা বোর্ডের রাজ্য মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সংবর্ধিত করা হয়। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি, জেলার বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পীরজাদা একেএম ফারহাদ। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দিয়ে সম্প্রীতির উদাহরণ তুলে ধরেন। আমডাঙ্গা কে.এস.এইচ. রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার (ফাজিল) সুপারিনটেন্ডন্ট মোঃ সিরাজুল হক মল্লিক, সহকারী সুপারিনটেন্ডন্ট নুরুল হকরা জানান, পরম করুণাময় মহান আল্লাহ পাকের পবিত্র কোরানের বাণী এবং প্রিয় নবী হজরত মহম্মাদ (সাঃ) জীবনের আদর্শ, কর্মপন্থা, নির্দেশ মানব জীবনের অন্তরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইসালে সওয়াব মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের উত্তরণের পথ দেখাতে বিভিন্ন শিক্ষামূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।'

নতুন ব্লক সভাপতিদের নামের তালিকা প্রকাশ বীরভূম তৃণমূলের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে বীরভূম জেলার নব নির্বাচিত দলীয় ব্লক সভাপতিদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয় বুধবার। বীরভূমের ১৯ টি ব্লক এলাকার জন্যই নামের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও সাংগঠনিক স্বার্থে ব্লক এলাকার মধ্যে পঞ্চায়েত ভাগ করে কোথাও দুটি করে ব্লক সভাপতির নাম স্থান পেয়েছে। জেলার অন্যান্য ব্লকের পাশাপাশি খয়রাশোলে ব্লক সভাপতি নির্বাচিত করার পরিবর্তে সেখানে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য খয়রাশোলে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে দীর্ঘদিন ধরে ব্লক সভাপতি শূন্য থাকার পর কাঞ্চন অধিকারী ব্লক সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু তারপর দলের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ শুরু হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ব্লক সভাপতি নির্বাচিত করা থেকে বিরত থাকেন দলীয় নেতৃত্ব। সর্বশেষ ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাতে আছেন কাঞ্চন অধিকারী, কাঞ্চন দে, শ্যামল গায়েন, কেদার ঘোষ ও উজ্জ্বল কাদেরিকে। খয়রাশোল এর পাশাপাশি দুবরাজপুরে ও তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে বারবার। দুবরাজপুরে ও যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। দুবরাজপুরে ব্লক সভাপতি নির্বাচিত করার পরিবর্তে যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রফিউল হোসেন খান এবং জেলা পরিষদ সদস্য অরুণ কুমার চক্রবর্তীকে।উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ব্লক সভাপতি ভোলা মিত্র কে সরিয়ে রফিউল হোসেন খান ও স্বপন মণ্ডলকে আহ্বায়ক করে কমিটি করে দেওয়া হয়েছিল। জেলায় ব্লক সভাপতিদের নির্বাচিত করে দল গোছানোর যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেটা কতটা কার্যকরী হয় আগামী দিনেই তা বোঝা যাবে।

অন্যদিকে সিউড়ি ১ নম্বর ব্লকের রত্নাকর মন্ডলের জায়গায় নতুন ব্লক সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন লালা প্রশান্ত প্রসাদ।সিউড়ি ২ নম্বর ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলাম এবং রাজনগর ব্লক সভাপতি হিসেবে সুকুমার সাধু পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। বোলপুর-শান্তিনিকেতন ব্লক সভাপতি মিহির রায়, ইলামবাজার ব্লক সভাপতি ফজলুর রহমান।নানুর ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, লাভপুর ব্লক সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী।সাঁইথিয়া-১ নম্বর ব্লক সভাপতি সোমনাথ সাধু ও সাঁইথিয়া-২ নম্বর ব্লক সভাপতি সাবের আলী। ময়ূরেশ্বর-১ নম্বর ব্লকে সূর্য কুমার মন্ডল এবং ময়ূরেশ্বর-২ নম্বর ব্লকে প্রমোদ রায় নব নির্বাচিত সভাপতি হয়েছেন।মহম্মদ বাজার-১ ব্লকে কালীপ্রসাদ ব্যানার্জি এবং মহম্মদ বাজার-২ ব্লকে তাপস সিনহা সভাপতি নির্বাচিত হন। রামপুরহাট-১ নম্বর ব্লকে সৈয়দ সিরাজ জিম্মির জায়গায় নতুন ব্লক সভাপতি নির্বাচিত হন নিহার মুখার্জি এবং রামপুরহাট-২ ব্লক সভাপতি হয়েছেন সুকুমার মুখার্জী।নলহাটি-১ ব্লকে অশোক কুমার ঘোষ ও নলহাটি-২ ব্লকের সভাপতি হিসেবে রেজাউল হক নির্বাচিত হন। মুরারই-১ ব্লকে বিনয় কুমার ঘোষ ও মুরারই-২ ব্লকে আফতাবুদ্দিন মল্লিক সভাপতি হয়েছেন।

ভোটের আগে পরীক্ষার দিন ঘোষণা এমএসসির

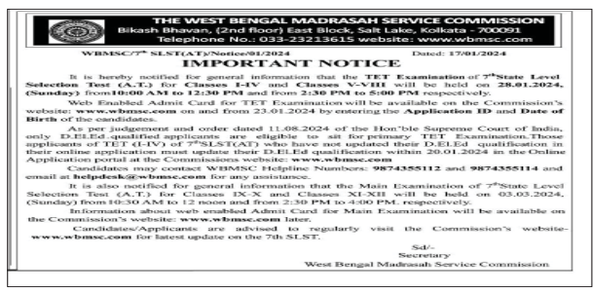

THE WEST BENGAL MADRASAH SERVICE COMMISSION
Bikash Bhavan, (2nd floor) East Block, Salt Lake, Kolkata - 700091
Telephone No.: 033-23213615 website: www.wbmsc.com

WBMSC/7th SLST(AT)/Notice/01/2024 Dated: 17/01/2024

IMPORTANT NOTICE

It is hereby notified for general information that the **TET Examination** of 7th**State Level Selection Test (A.T.)** for **Classes I-IV** and **Classes V-VIII** will be held on **28.01.2024, (Sunday)** from **10:00 AM to 12:30 PM** and from **2:30 PM to 5:00 PM** respectively.

Web Enabled Admit Card for TET Examination will be available on the Commission's website: **www.wbmsc.com** on and from 23.01.2024 by entering the **Application ID** and **Date of Birth** of the candidates.

As per judgement and order dated 11.08.2024 of the Hon'ble Supreme Court of India, only D.El.Ed qualified applicants are eligible to sit for primary TET Examination. Those applicants of TET (I-IV) of 7thSLST(AT) who have not updated their D.El.Ed qualification in their online application must update their D.El.Ed qualification within 20.01.2024 in the Online Application portal at the Commissions website: **www.wbmsc.com**

Candidates may contact WBMSC Helpline Numbers: **9874355112** and **9874355114** and email at **helpdesk@wbmsc.com** for any assistance.

It is also notified for general information that the Main Examination of 7thState Level Selection Test (A.T.) for Classes IX-X and Classes XI-XII will be held on 03.03.2024, (Sunday) from 10:30 AM to 12 noon and from 2:30 PM to 4:00 PM, respectively.

Information about web enabled Admit Card for Main Examination will be available on the Commission's website: **www.wbmsc.com** later.

Candidates/Applicants are advised to regularly visit the Commission's website- **www.wbmsc.com** for latest update on the 7th SLST.

Sd/-
Secretary
West Bengal Madrasah Service Commission

আপনজন ডেস্ক: ২০১৪ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ আটকাতে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে মামলার কারণে। অন্য দিকে এক যুগ পর ভোটের মুখে নতুন পরীক্ষার দিন ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। ১৭২৯ পদের জন্য মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা নেওয়ার দিনক্ষন ঘোষণা করল। আবেদন প্রক্রিয়া আগেই হয়েছে মোট আবেদন জমা পড়ে ২ লাখ ৩৪ হাজার এবার মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার দিন ঘোষণা করলো এই নতুন বছরের জানুয়ারি মাসের ২৮ তারিখ প্রথম অর্ধে সকাল ১০ থেকে দুপুর ১২:৩০ পর্যন্ত প্রথম শ্রেনী থেজে চতুর্থ শ্রেনীর জন্য টেট পরীক্ষা। দ্বিতীয় অর্ধে ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৫ টা পর্যন্ত হবে পঞ্চম শ্রেনী থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য টেট পরীক্ষা। মার্চ মাসের ৩ তারিখ হবে নবম দশম ও একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির জন্য পরীক্ষা। প্রথম অর্ধে সকাল ১০:৩০ থেকে দুপুর ১২ পর্যন্ত হবে নবম দশম শ্রেণির জন্য বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় অর্ধে দুপুর ২:৩০ থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত হবে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির জন্য বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষা। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন পাশ প্রার্থী মঞ্চের সভাপতি মনিরুল ইসলাম বলেন, পূর্বের নিয়োগ এখনো অসমাপ্ত। হাইকোর্ট নিয়োগের নির্দেশ দিলে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। পূর্বের নিয়োগ সম্পূর্ণ না করে নতুন পরীক্ষা নিলে জটিলতা বাড়বে। ২০১৩ সালের বিজ্ঞপ্তিতে শূন্যপদ ছিল ৩১৮,৩ সেটা ২০১৮ সালে নিয়োগ হয় মাত্র ১৫০০। তাই উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা এখন লাগাতার আন্দোলন করছে কোর্টের নির্দেশ মেনে দ্রুত নিয়োগের জন্য।।

প্রথম নজর

তুরস্কে ইসরাইলি পণ্য বয়কটের নেতৃত্বে ‘জেনারেশন জেড’

আপনজন ডেস্ক: গাজায় নির্বিচার আক্রমণের পরে ইসরাইলকে সমর্থনকারী ব্র্যান্ডগুলো বয়কটের ওপর সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় প্রকাশ করা হয়েছে। এর ৫০ শতাংশ এসেছে জেনারেশন জেড ডেমোগ্রাফিক। ১৯৯৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত জন্ম নেয়া সবাইকে ‘জেনারেশন জেড’ নামে ডাকা হয়।
গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরাইলি আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে সুশীল সমাজের আহ্বানের পর বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ইসরাইলকে সমর্থনকারী বহুজাতিক ব্র্যান্ডের বিরুদ্ধে বয়কট অভিযান চলছে। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি অনুষদের প্রফেসর সুফান নাসির এবং গবেষণা সহকারী মার্ভে কিরের নেতৃত্বে বিপণন বিভাগ পরিচালিত একটি বিস্তৃত অধ্যয়নের ফলাফলগুলো সম্প্রতি এই বয়কটের প্রতি ভোক্তাদের মনোভাব প্রকাশ করার জন্য ঘোষণা করা হয়েছিল।
প্রতিবেদন অনুসারে, মোট এক হাজার ৫৪৫ জন অংশগ্রহণকারীদের এক হাজার ৩৮৪টি বৈধ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে জেনারেশন জেডের ৫০ শতাংশ সক্রিয়ভাবে বা আংশিকভাবে ব্র্যান্ডগুলোকে বয়কট করেছে। অধ্যয়নের বিশ্লেষণ বিভাগটি প্রকাশ করেছে, জেনারেশন জেড বয়কটে অংশ নেয়ার বিষয়ে ভালো বোধ করে এবং তারা বিকল্পগুলোর জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে ইচ্ছুক যদি এর অর্থ বয়কটের মধ্যে ব্র্যান্ডগুলো এড়ানো হয়।
বার্তাসংস্থা আনাদোলু অ্যাজেন্সিকে ব্যাখ্যা করেছেন প্রফেসর নাসির। তারা একটি বিস্তৃত গবেষণা পরিচালনা করেছেন কারণ বয়কটের ঐতিহ্য তুর্কি সংস্কৃতিতে নিয়মিত নয়।

দুর্নীতির অভিযোগে সিঙ্গাপুরে পরিবহনমন্ত্রীর পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: দুর্নীতির বিরল অভিযোগ ওঠায় পদত্যাগ করেছেন সিঙ্গাপুরের পরিবহনমন্ত্রী এস. ইশ্বরান। বৃহস্পতিবার (১৮ জানুয়ারি) তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
প্রতিবেদনে জানানো হয়, এস. ইশ্বরানের বিরুদ্ধে একটি দুর্নীতিবিরোধী তদন্তে ২৭টি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। দেশটির দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে। কয়েক দশকের মধ্যে দেশটিতে কোনো মন্ত্রীকে জড়িত হাইপ্রফাইল মামলাগুলোর মধ্যে এটি একটি।
এদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত একটি পদত্যাগপত্রে ইশ্বরান বলেছেন, তিনি এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করছেন এবং এখন তিনি তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করার দিকে মনোনিবেশ করবেন।
করাপ্ট প্র্যাকটিস ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (সিপিআইবি) বলেছে, ইশ্বরানকে গত বছরের জুলাই মাসে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সম্পত্তি টাইকুন ওং বেং সেংয়ের কাছ থেকে তিন লাখ ৮৪ হাজার ৩৪০.৯৮ সিঙ্গাপুর ডলার (দুই লাখ ৮৬ হাজার ১৮১ মার্কিন ডলার) মূল্যের সুবিধা পেয়েছেন। ওংয়ের ব্যাবসায়িক স্বার্থকে এগিয়ে নিতে তাদের মধ্যে এ লেনদেন হয়েছে। সিপিআইবি এক বিবৃতিতে বলেছে, ইশ্বরানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ন্যায়বিচারের পথে বাধাসহ মোট ২৭টি অভিযোগ রয়েছে।
দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে তার এক লাখ সিঙ্গাপুর ডলার পর্যন্ত জরিমানা বা সাত বছরের জেলের সাজা হতে পারে।
ওংয়ের অফিস থেকে মন্তব্য চাওয়া ই-মেইলের কোনো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। দুর্নীতির তদন্তের অংশ হিসেবে জুলাই মাসে এ সম্পত্তি টাইকুনকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে তাকে অভিযুক্ত করা হয়নি।
এদিকে মামলাটি সিঙ্গাপুরকে নাড়া দিয়েছে। এশিয়ার প্রধান এ আর্থিক কেন্দ্র একটি ছিমছাম পরিচ্ছন্ন সরকার নিয়ে গর্ব করে। দেশটিতে রাজনৈতিক নেতাদের জড়িত দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারির কথা খুব কমই শোনা যায়। দুর্নীতিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য দেশটির সরকারি কর্মচারীদের উচ্চ বেতন দেওয়া হয়। অনেক ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের বার্ষিক বেতন এক মিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলারের বেশি।

গাজায় আন্তর্জাতিক আইন পদদলিত হচ্ছে: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: গাজা যুদ্ধে জড়িত সব পক্ষ আন্তর্জাতিক আইনকে পদদলিত করছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস।
তিনি সেখানে দ্রুত যুদ্ধবিরতির আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামে বুধবার গুতেরেস বলেন, যুদ্ধরত সব পক্ষ আন্তর্জাতিক আইনকে অবজ্ঞা করছে, জেনেভা কনভেনশনকে পদদলিত করছে এবং এমনকি জাতিসংঘ সনদেরও লঙ্ঘন করছে।
তিনি বলেন, বিশ্ব ওইসব বেসামরিক লোকজনের পাশে আছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু, যাদের হত্যা করা হয়েছে, আহত হয়েছে, বোমা বর্ষণ করা হয়েছে, বাড়ি-ঘর ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে এবং যাদের কাছে মানবিক ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাতে দেওয়া হচ্ছে না।
তার ভাষায়, আমি গাজায় দ্রুত মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করছি এবং দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের ভিত্তিতে একটি প্রক্রিয়ার কথা বলছি, যা ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য টেকসই শান্তি নিয়ে আসবে।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু যুদ্ধবিরতির আহ্বান বাতিল করে দিয়ে বলেছেন, হামাসকে সম্পূর্ণ পরাজিত না করা এবং গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল থেকে হামাসের ধরে নিয়ে যাওয়া জিম্মিদের উদ্ধার না করা পর্যন্ত গাজায় অভিযান চলবে।
গত বছরের ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চলায় হামাস। যার প্রতিক্রিয়ায় গাজায় তীব্র আকাশ হামলা শুরু করে ইসরায়েল। পরে শুরু হয় স্থল অভিযান। গত প্রায় সাড়ে তিনমাস ধরে চলা এই হামলায় গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দার প্রায় সবাই নিজ নিজ বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।
খাবার, পানি, জ্বালানি ও ওষুধসহ নিত্যপণ্যের মারাত্মক সংকটে গাজায় ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে ত্রাণ কার্যক্রমও ঠিকমত পরিচালিত হতে দেওয়া হচ্ছে না। গাজা দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্ত দাঁড়িয়ে আছে বলে আগেই সতর্ক করেছে জাতিসংঘ।
ইসরায়েল শুরুতে গাজার উত্তরাঞ্চলে অভিযান চালায়। গাজা সিটিসহ ছোট্ট এই ভূখণ্ডটির উত্তরের বেশিরভাগ অংশ এখন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। তারা এখন গাজার দক্ষিণাঞ্চলে অভিযানের দিকে অধিক মনযোগ দিয়েছে।
ইসরায়েলের হামলায় গাজায় প্রায় ২৪ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত

গাজার হাসপাতালগুলোর ‘দ্রুত অবনতির’ চিত্র তুলে ধরল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক কর্মকর্তা গাজা উপত্যাকার অবশিষ্ট হাসপাতালের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন। এসব হাসপাতালে রোগীরা স্টাফ এবং সরবরাহের চরম অভাবের কারণে ‘মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে’।
বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি চিকিৎসা দলের সমন্বয়কারী শন ক্যাসে বলেছেন, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে তিনি প্রায় পাঁচ সপ্তাহ অবস্থান করে হাসপাতালের রোগীদের দেখেছেন চিকিৎসার জন্য ‘প্রতিদিন গুরুতর পোড়া, ভেঙ্গে যাওয়া উন্মুক্ত অঙ্গসহ তারা কয়েক ঘণ্টা বা দিনের পর দিন অপেক্ষা করছে।’
নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে সাংবাদিকদের ক্যাসে বলেন, ‘তারা প্রায়ই আমার কাছে খাবার বা পানির জন্য জিজ্ঞাসা করত। আমরা যে হতাশার মাত্রা দেখি এতে তা বোঝা যায়।’
তিনি বলেছেন, গাজার ১৬টি কার্যকরী হাসপাতালের মধ্যে মাত্র ছয়টি তিনি পরিদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। যুদ্ধ শুরুর আগে গাজায় ৩৬টি হাসপাতাল কার্যকর ছিল।
শন ক্যাসে বলেন, ‘স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতির পাশাপাশি আমি ব্যক্তিগতভাবে যা দেখেছি তা হল মানবিক সহায়তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিশেষকরে গাজা উপত্যাকার উত্তরের অঞ্চলে মানবিক সহায়তার সুযোগ প্রায় সম্পূর্ণ হ্রাস করা হয়েছে।’
তিনি গাজার উত্তরের হাসপাতালে রোগীদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন যারা ‘মূলত এমন একটি হাসপাতালে মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়েছেন। সেখানে জ্বালানি, বিদ্যুৎ, পানি কিছুই নেই।’
‘সাত দিনের পরিদর্শন কালে প্রতিদিন আমরা উত্তরে গাজা সিটিতে জ্বালানি এবং সরবরাহ পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি’ এ কথা উল্লেখ করে ক্যাসে বলেন, ‘প্রতিদিনই আমাদের অনুরোধ প্রত্যাখান করা হয়েছে।’
তিনি বলেন, ন্যূনতম কর্মীদের নিয়ে কাজ করার সময় হাসপাতালগুলো বিপুল রোগীদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। কর্মীদের মধ্যে অনেকেই গাজার জনসংখ্যার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতো বাস্তুচ্যুত। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, ইসরায়েলি বোমাবর্ষণ এবং স্থল হামলায় কমপক্ষে ২৪ হাজার ৪৪৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এদের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী, ছোট শিশু এবং কিশোর-কিশোরী রয়েছে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস আধানম গ্রেব্রিয়াসিসের আহ্বানের প্রতিধ্বনি করে ক্যাসে বলেছেন, গাজার সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন ‘সত্যিকারের যুদ্ধবিরতি।’
ক্যাসে বলেছেন, গাজার দক্ষিণে তিনি নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেছেন, যেখানে ‘তাদের মাত্র ৩০ শতাংশ কর্মী আছে এবং তাদের শয্যার ধারণ ক্ষমতার চেয়ে রোগীদের সংখ্যা প্রায় ২শ’ শতাংশ বেড়েছে। এতে হাসপাতালের মেঝে, করিডোর সর্বত্র রোগীদের উপচে পড়া ভীড়।’
তিনি বলেন, ‘আমি বার্ন ইউনিটে গিয়েছিলাম, যেখানে একজন চিকিৎসক ১শ’ রোগীর যত্ন নিচ্ছেন।’
ক্যাসে বলেন, ‘দিন দিন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পতন’ ছাড়াও ‘প্রতিদিন যে মানবিক বিপর্যয় উদ্ঘাটিত হচ্ছে তা আরও খারাপ হচ্ছে।’

হাউজ অব কমন্সে বিতর্কিত রুয়ান্ডা বিল পাস

আপনজন ডেস্ক: নিজ দলের ভেতরের বিদ্রোহ ব্যর্থ করে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউজ অব কমন্সে সফলভাবে নিজেদের রুয়ান্ডা বিল পাস করাতে সক্ষম হয়েছে ঋষি সুনাক সরকার।
ঋষি সুনাক সরকার যুক্তরাজ্যে আশ্রয়-প্রত্যাশীদের রুয়ান্ডা পাঠিয়ে দেওয়ার একটি পরিকল্পনা করেছে। সরকারের ওই পরিকল্পনা আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়া আটকাতে এই বিলটি প্রস্তাব করা হয়। বুধবার হাউজ অব কমন্সে তা ৩২০-২৭৬ ভোটে পাস হয়।
রুয়ান্ডা নিরাপদ দেশ নয়, তাই আশ্রয়প্রত্যাশীদের সেদেশে পাঠিয়ে দেওয়া আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হবে বলে যুক্তরাজ্য সরকারের বিতর্কিত এই রুয়ান্ডা প্ল্যান গত বছর আটকে দেয় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট।
বুধবার পাস হওয়া বিলটি যদি আইনে পরিণত হয় তবে বিচারকরা রুয়ান্ডাকে তৃতীয় নিরাপদ দেশ হিসেবে বিবেচনা করতে বাধ্য হবেন।
যেহেতু বিলটি হাউজ অব কমন্সে তৃতীয় ও চূড়ান্ত বাধা অতিক্রম করে গেছে, তাই এখন সেটি উচ্চ কক্ষ হাউজ অব লর্ডসে পাঠানো হবে। সেখানে অনুমোদন পেলেই বিলটি আইনে পরিণত হবে।
বিরোধী দলের নেতা কেইর স্টারমার বিলটির ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যুক্তরাজ্য সরকার তাদের রুয়ান্ডা প্ল্যানের অংশ হিসেবে আশ্রয়প্রত্যাশী যে পাঁচ হাজার জনকে রুয়ান্ডা পাঠিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেছিল তাদের প্রায় ৮৫ শতাংশের খোঁজ এখন আর তাদের হাতে নেই বলে স্বীকার করেছে সুনাক সরকার।
স্টারমার প্রশ্ন তোলেন, সরকার তাদের খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে কিনা। বলেন, এই নীতি নিয়ে বিতর্কের আগেই তো এটি ব্যয়বহুল ও অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।
‘এটা কোনো পরিকল্পনা নয়, এটা প্রহসন। শুধু এই সরকারই এমন একটি অপসারণ নীতিতে কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড অপচয় করতে পারে, যেটি আদতে কাউকে অপসারণ করে না।’
রুয়ান্ডা প্ল্যান অনুযায়ী, যুক্তরাজ্য সরকার সে দেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করা ব্যক্তিদের রুয়ান্ডায় পাঠিয়ে দেবে। সেখানে তারা যুক্তরাজ্যে বসবাসের কোনো সম্ভাবনা ছাড়াই আশ্রয় চাইতে পারবে। এই প্ল্যান মূলত ২০২১ সালে করা, যখন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বরিস জনসন এবং ঋষি সুনাক ছিলেন তার অর্থমন্ত্রী।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদ (ব্রেক্সিট) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরপরই এই পরিকল্পনা করা হয়। কারণ, ব্রেক্সিটের পরও যুক্তরাজ্যে বৈধ ও অবৈধ অভিবাসনপ্রত্যাশীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে।
অবৈধ অভিবাসন প্রত্যাশীরা বিশেষ করে ফ্রান্স থেকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করে। বুধবার যে বিলটির ওপর ভোট হয়েছে, সেটির লক্ষ্য মূলত সরকারের এই পরিকল্পনাটিকে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানোর সুযোগ সীমিত করে দেওয়া।
তবে সরকার এও বলেছে যে, তারা পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব তা সূক্ষভাবে যাচাই করে দেখছে। তাছাড়া, রুয়ান্ডা স্পষ্ট করেই বলেছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন হবে না এমন নিশ্চয়তা পাওয়ার পরই কেবল তারা কোনো চুক্তিতে অগ্রসর হবে। যুক্তরাজ্য ইতিমধ্যে তিন হাজার তিনশ কোটি টাকা রুয়ান্ডাকে দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের দাবি, এই নিয়ম চালু হলে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা আর যুক্তরাজ্যে আসবেন না।

সকাল থেকে বাংলাদেশের খুলনায় বৃষ্টি পড়েছে। মাঘের শীত ও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কাজে বের হওয়া মানুষ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কমেই চলেছে চিনের জনসংখ্যা

আপনজন ডেস্ক: একসময় বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীন যা জনসংখ্যায় ভারতকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এখন কমতে থাকা জন্মহার বাড়াতে লড়াই করছে। দ্বিতীয় বছরের মতো চীনে জনসংখ্যার হার কমেছে।
বুধবার চীনের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো (এনবিএস) জানিয়েছে, ২০২৩ সালে জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে চীনের জনসংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪০৯ দশমিক ৬৭ মিলিয়ন যা ২০২২ সালের তুলনায় ২ দশমিক ০৮ মিলিয়ন কমেছে। জনসংখ্যা কমার পাশিপাশি জন্মহারও প্রতি হাজারে কমে ৬ দশমিক ৩৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এই সংখ্যাটি ১৯৪৯ সালের পর সর্বনিম্ন। ২০২৩ সালে চীনে ৯০ লাখ ২০ হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। এর আগের বছর এই সংখ্যাটি ছিল ৯৫ লাখ ৬০ হাজার। শেষবার চীনে রেকর্ড জনসংখ্যা কমেছিল ১৯৬০ সালে। ওই সময় দেশটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল। তবে এরপর দেশটিতে জনসংখ্যা বাড়া শুরু করে। তবে অধিক জনসংখ্যার ভয়ে ১৯৮০ সালে চীন বিতর্কিত ‘এক শিশু’ নীতি গ্রহণ করে। যার কারণে জনসংখ্যা অনেক বেশি হ্রাস পায়। ভুল উপলব্ধি করতে পেরে ২০১৬ সালে এই নীতি পরিহার করে দেশটি। ২০২১ সাল থেকে চীন দম্পতিদের তিন সন্তান নিতে উৎসাহিত করতে থাকে। তবে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে দিন দিন জনসংখ্যা কমেই চলেছে। গত বছর ভারতের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশের তকমা হারায় চীন।
বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, জন্মহার কমের বিষয়টি চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কোণঠাসা করে দিতে পারে।

পেটে অস্ত্রোপচার, হাসপাতালে ব্রিটিশ প্রিন্সেস

আপনজন ডেস্ক: পেটের অস্ত্রোপচারের কারণে ব্রিটিশ যুবরাজ উইলিয়ামের স্ত্রী কেট মিডলটন দুই সপ্তাহের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বুধবার কেনসিংটন প্যালেসের বরাতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। কেনসিংটন প্যালেস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কেটের পেটে একটি অস্ত্রোপচার হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২১ মি.

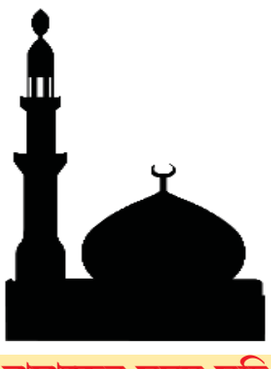

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৫	৬.১৮
যোহর	১১.৫২	
আসর	৩.৪০	
মাগরিব	৫.২১	
এশা	৬.৩৪	
তাহাজ্জুদ	১১.০৮	

ইয়েমেনে ফের মার্কিন হামলা

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত হুথিদের ওপর চতুর্থ দফা হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনারা। স্থানীয় সময় বুধবার রাতে পেন্টাগন কর্তৃপক্ষ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। এ নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে হুথিদের ওপর চতুর্থবারের মতো হামলা চালিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। খবর বিবিসির। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, লোহিত সাগরে জাহাজে হামলার উদ্দেশ্যে তাক করা ১৪টি হুথি ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে তারা। মার্কিনে নিযুক্ত মধ্যপ্রাচ্য কমান্ড সেন্টকম বলেছে, মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে ছোঁড়া টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়।

ইরানে পাকিস্তানের পাল্টা হামলা, নিহত বেড়ে ৯

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের ভূখণ্ডে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পর ইরানের অভ্যন্তরে পাকিস্তানের পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনায় নিহত বেড়ে নয়জনে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার পাকিস্তান এই পাল্টা হামলা চালায় বলে নিশ্চিত করেছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পাকিস্তান দুটি বেলুচ বিচ্ছিন্নতাবাদীগোষ্ঠীর পোস্টে হামলা করেছে। এরা হলো বেলুচিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট এবং বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি। ইরান পাকিস্তানের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে সশস্ত্র ঘাঁটিতে হামলা চালানোর দুই দিন পরই এই হামলা চালানো হয়। এদিকে ইরানের সংবাদমাধ্যম, পাকিস্তান সীমান্তবর্তী সিস্তান-বেলুচিস্তান প্রদেশের একটি গ্রামে বেশ কয়েকটি পাকিস্তানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। এতে তিন নারী ও চার শিশু নিহত হয়েছে, তারা কেউই ইরানের নাগরিক নয়। পাকিস্তানের একটি গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, সামরিক বিমানের মাধ্যমে এই হামলা চালানো হয়। ইসলামাবাদের গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেছেন, ‘গোয়েন্দাভিত্তিক অভিযানের সময় বেশ কিছু সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। আমাদের বাহিনী ইরানের অভ্যন্তরে বেলুচ জঙ্গিদের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে।’ পাকিস্তানি মন্ত্রণালয় বলেছে, “সন্ত্রাসী আস্তানাগুলো লক্ষ্য করে অত্যন্ত সমন্বিত ধারাবাহিক ও নির্ভুল একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে, যার সাংকেতিক নাম ‘মার্গ বার সমাচার’।”

থাইল্যান্ডে আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, নিহত বেড়ে ২৩

আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আতশবাজির কারখানায় বিস্ফোরণে নিহত বেড়ে ২৩ জনে দাঁড়িয়েছে। বুধবার স্থানীয় সময় দুপুর ৩টায় সুফান বুরি প্রদেশের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ বিস্ফোরণ হয়। যা রাজধানী ব্যাংকক থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বিস্ফোরণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিনকে টেলিফোনের মাধ্যমে অভিহিত করা হয়েছে। থাইল্যান্ডের এক্সপ্লোসিভ অর্ডিন্যান্স ডিসপোজাল (ইওডি) গ্রুপের উদ্ধৃতি দিয়ে সুফান বুরি প্রদেশের গভর্নর নাট্টাপাত সুয়ারপ্রতিপ বলেন, আমরা ইওডির মাধ্যমে জানতে পেরেছি, সেখানে ২৩ জন মারা গেছে।
নাট্টাপাত আরো বলেন, দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তিনি জানান, কারখানাটির বৈধ লাইসেন্স নিয়ে পরিচালিত হচ্ছিল। পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, বিস্ফোরণে আশপাশের এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এ বিষয়ে পুলিশের লেফটেনেন্ট জেনারেল নাইয়াওয়াত ফাদেমচিড বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, বিস্ফোরণের বিষয়টি সুইজারল্যান্ড সফরে থাকা প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিনকে জানানো হয়েছে। একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, সরকারিভাবে এখনো মৃতের সংখ্যা নিরূপণ করা যায়নি। কারখানাটিতে ২০ থেকে ৩০ জন কর্মী কাজ করতেন। বিস্ফোরণের ঘটনায় আশপাশের এলাকায় প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং মরদেহ শনাক্তের কাজ চলছে।

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো • এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে
বইমেলায় স্টল নং ২২৪ ৩ নং গেটের পাশেই
মূল আরাবীসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ
আল-কুরআন
অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ
- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারীর কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবী ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ
সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০
গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :
- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০
- বজ্রকলম ২৫০
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০
- পুস্তক সম্রাট ৯০
- অনন্য জীবন ১৫০
- মুসাফির ১১০
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০
- রক্তাক্ত ডায়েরী ৩০
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ৩ মাঘ ১৪৩০, ৬ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

বিশ্বের ভবিষ্যৎ কী

সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপদে বসবাস করিবার সুবিধার্থে মানবজাতির জন্য ধূলিবিশ্ব গড়িয়া দিয়াছেন মহান সৃষ্টিকর্তা; কিন্তু সেই বিশ্বের বুক চিরিয়া শতসহস্র সীমানাপ্রাচীর তুলিয়াছে রাজনৈতিক জীব হিসাবে অবিহিত মানুষ। ইহার ফলে অনেকটা অবচেতন মনেই সৃষ্টি হইয়াছে 'বিভেদের গণ্ডি'। বিভেদপূর্ণ এই সমাজব্যবস্থা যেন সর্বদাই বিবাদপূর্ণ, হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক। বিশেষ করিয়া ভূরাজনৈতিক স্বার্থের বশবর্তী হইয়া বিবদমান রাষ্ট্রগুলি যখন প্রতিহিংসাপরায়ণ ও সহিংস রূপ পরিগ্রহ করে, তখন বৈশ্বিক পরিস্থিতি হইয়া উঠে সর্বগ্রাসী। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সর্বত্রই কেবল দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের ঘটনঘটাই শুনিতে পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র কিংবা শক্তি একের পর এক যেইভাবে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড ও সহিংসতা ঘটাইয়া চলিয়াছে, তাহাতে উপর্যুক্ত বক্তব্যের মর্মার্থ উপলব্ধি কঠিন নহে।

আমরা লক্ষ করিতেছি, চলমান ইউক্রেন এবং গাজা যুদ্ধের মধ্যেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে বিশ্বের আরো কিছু অঞ্চল। গত মঙ্গলবার প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে হামলা চালাইয়াছে ইরান, যাহাতে দুই শিশুর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া দাবি করিয়াছে ইসলামাবাদ। তেহরানের ভাষ্য, জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ আল আদলের দুইটি ঘাঁটি লক্ষ্য করিয়া হামলা চালিইয়াছিল তাহারা। এই হামলার ঘটনাকে 'বেআইনি কর্মকাণ্ড' উল্লেখ করিয়া ইসলামাবাদ বলিয়াছে, 'পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের উপর এই আঘাত সংকটজনক ফল ডাকিয়া আনিতে পারে, যাহার দায় ইরানকেই লইতে হইবে।' উল্লেখ্য, পাকিস্তানে হামলার এক দিন পূর্বে ইরাকে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার দপ্তর ও সিরিয়ায় আইএসের ঘাঁটি লক্ষ্য করিয়া হামলা চালায় ইরান। অর্থাত্, পরপর তিনটি দেশে তেহরানের হামলার মধ্য দিয়া এই অঞ্চলে নূতন সংকটের ঘণ্টাধ্বনি বাজিল! উপরন্তু, পাকিস্তানে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার এই নজিরবিহীন ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়া দেখিবার অবকাশ রহিয়াছে। কারণ, দেশ দুইটির মধ্যবর্তী প্রায় ৯০০ কিলোমিটার সীমানার নিরাপত্তা দীর্ঘদিন ধরিয়া উদ্বেগ ছড়াইতেছে। গত মাসে এই সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকায় একটি হামলার ঘটনায় এক ডজনের অধিক ইরানি পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। ঐ ঘটনার জন্য জঙ্গীগোষ্ঠী জইশ আল আদলকে দায়ী করিয়া তেহরান জানাইয়াছিল, হামলায় অভিযুক্ত জঙ্গিরা পাকিস্তান হইতে ইরানে প্রবেশ করিয়া হামলা চালাইয়াছে। আড়ালের ঘটনা যাহাই হউক না কেন, এইরূপভাবে হামলা-পালটা হামলার মধ্য দিয়া নূতন যুদ্ধ ও সংকট দেখা দিলে অবাক হইবার কিছুই থাকিবে না।

গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষণীয়, যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার ন্যায় পশ্চিমা মিত্রদের সহায়তায় অতি সম্প্রতি হুথিদের উপর যৌথ বিমান হামলা চালানো হইয়াছে। এই পক্ষের দাবি, লোহিতসাগরে চলাচলকারী জাহাজে হুথিরা ধারাবাহিতভাবে হামলা চালাইয়া আসিতেছে। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলিয়াছেন, 'হুথিদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা না লইয়া ব্রিটেনের উপায় ছিল না।' একই ধরনের কথা বলিতেছেন হুথি নেতারাও। তাহাদের বক্তব্য, ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাইতে এবং গাজা যুদ্ধ আরো ছড়াইয়া পড়া ঠেকাইতেই বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করিতে বাধ্য হইতেছে তাহারা। হুথিদের এই ধরনের দাবি অবশ্য প্রশ্নের মুখে পড়িয়াছে। কারণ, হুথিরা আরব-বিশ্বে বৈধতা অর্জনের চেষ্টা করিতেছে বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে। এই পটভূমিতে পশ্চিমা হামলার শিকার হুথিরা যে নূতন করিয়া হামলা চালাইবে না, এমন গ্যারান্টি কেহ দিতে পারিবে না।

এই যে হামলা, সহিংসতা ও যুদ্ধবিগ্রহ–ইহার ফলে বিশ্বের যে কী পরিমাণ অপূরণীয় ক্ষতি হইতেছে, তাহা কি পক্ষগুলি একটুও ভাবিতেছে? সুয়েজখালের কথাই যদি ধরা হয়, এই খাল দিয়া প্রতিদিন গড়ে ৬৮টি জাহাজ চলাচল করে। বিশ্বের মোট বাণিজ্যিক পণ্যের ১২ শতাংশ পরিবহন হয় এই পথ দিয়া। এই অবস্থায় লোহিতসাগরে হুথি-বিদ্রোহীদের উপর হামলা-পালটা হামলার ফলে বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা কোন পর্যায়ে উপনীত হইবে, তাহা কি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অনুধাবনের বাহিরে রাখিতে পারিবে? এই বত্সর এমনতিই বিশ্বের অধিকাংশ দেশে নির্বাচনের তথা 'অস্থিরতার বত্সর'। তাহার মধ্যে আবার বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ ও যুদ্ধাবস্থা চলিতেছে। এমন একটি সময়ে বিশ্বশক্তিগুলির হানাহানিতে জড়াইয়া পড়িবার ফল মারাত্মক হইতে পারে। সংঘাত, হানাহানি ও হিংসার আগুনে অগ্নিদগ্ধ বিশ্বের ভবিষ্যত্ কী হইতে পারে, তাহাই চিন্তার বিষয়।

• • • • • • • • • • • • •

নেতানিয়াহুকে কেন হিটলার বলছেন এরদোগান

গত মাসে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান যখন ২০ হাজার ফিলিস্তিনি হত্যার জন্য ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করলেন, তখন ইসরায়েলজুড়ে একটা হইচই পড়ে গেল। নেতানিয়াহুর উদ্দেশে এরদোগান বলেন, 'হিটলারের সঙ্গে আপনার পার্থক্য কী?...হিটলার যা করেছেন, আপনি কি কোনো অংশে তার কম কিছু করেছেন?' লিখেছেন **রাগিপ সয়লু**।

গত মাসে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান যখন ২০ হাজার ফিলিস্তিনি হত্যার জন্য ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করলেন, তখন ইসরায়েলজুড়ে একটা হইচই পড়ে গেল।

নেতানিয়াহুর উদ্দেশে এরদোগান বলেন, 'হিটলারের সঙ্গে আপনার পার্থক্য কী?...হিটলার যা করেছেন, আপনি কি কোনো অংশে তার কম কিছু করেছেন?' এরপর নেতানিয়াহু পাল্টা এরদোগানের দিকে অভিযোগের তির ছুড়ে দেন। কুর্দিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা পরিচালনার জন্য এরদোগানকে দায়ী করেন। আর ওয়াশিংটনে অনেকে এরদোগানকে সেমেটিকবিরোধী বলতে থাকেন। কিন্তু কূটাভাস এই যে এরদোগানের সঙ্গে সহমত পোষণ করা অনেক আন্দোলনকর্মী মনে করেন এরদোগান নেতানিয়াহুর দিকে কড়া বাক্যবাণ ছুড়ে দিয়েছেন, সেটা তাঁর ভণ্ডামো ছাড়া কিছু নয়। এই আন্দোলনকর্মীরা বলছেন, এরদোগান একদিকে ইসরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন আর অন্যদিকে বাক্যবাণ বর্ষণ করছেন। অনেকে এটাও বলছেন যে আজারবাইজানের তেলবাহী কার্গো ইসরায়েলি বন্দরে প্রবেশে এখনো সহায়তা করে চলেছে তুরস্ক। এরপর এরদোগানের বক্তব্যের কী যুক্তি থাকতে পারে?

ইসরায়েল প্রশ্নে তুরস্ক চরম অবস্থান নেবে, এই প্রত্যাশাটা সবার মাঝে তৈরি হয়েছে। অনেকে বলতে পারেন, এরদোগান তাঁর অগ্নিবর্ষী বক্তব্যের মাধ্যমে এই প্রত্যাশাটা জাগিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এটা অযৌক্তিক বিশ্লেষণ।

১৪ জানুয়ারি ছিল গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের ১০০ দিন। এদিনে আঙ্কারা ইসরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আগে থেকে নির্ধারিত আঙ্কারা সফর বাতিল করেন। তেল আবিবে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূতকে দেশে ডেকে আনেন।

পাইপলাইনের মাধ্যমে ইসরায়েলে গ্যাস সরবরাহের যে আলোচনাটি থেমে আছে, সেটা কীভাবে চালু করা যাবে, তা নিয়ে সলাপরামর্শ করা হয়।

এর আগের কলামে আমি লিখেছিলাম, এই সংঘাতে তুরস্ক ভারসাম্যমূলক অবস্থান নেবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। নেতানিয়াহু কোনো চুক্তিতে আসতে চান, গাজাকে তিনি ধুলায় মিশিয়ে দিতে চান–এ ধারণা যত স্পষ্ট হয়েছে, এরদোগানের বাক্যবাণ ততই কড়া হয়েছে।

ন্যাটো জোটের মিত্রদের থেকে পুরোপুরি ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন এরদোগান। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা জানানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি। গাজায় বেসামরিক জনগণকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, যেটিকে বিশেষজ্ঞরা গণহত্যা বলছেন, তাতে নির্লজ্জের মতো নিশ্চুপ পশ্চিমা বিশ্ব। এ অবস্থায় এরদোগানের সমালোচনার ওজনটা বেশ ভারী। কথাযুদ্ধের আড়ালে এই যুদ্ধে তুরস্কের কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিছক কথার যুদ্ধ হয়ে থাকছে না। ইসরায়েল নিয়ে আঙ্কারার হিসাব-নিকাশ পরস্পর সম্পর্কিত দুটি মূল ইস্যুর সঙ্গে যুক্ত। তা হলো দুই রাষ্ট্র সমাধান এবং ক্ষমতা থেকে নেতানিয়াহুর সরে যাওয়া।

তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান যুদ্ধের একেবারে শুরু থেকেই দুই রাষ্ট্র সমাধানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো ও আরব দেশগুলো রক্ষাকবচের ভূমিকায় থাকবে, এমন একটি চুক্তির প্রস্তাব তিনি দিয়ে চলেছেন। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদেশগুলো ও পশ্চিমা দেশগুলোতে তিনি সফর করে চলেছেন, যাতে করে ইসরায়েল-হামাসের মধ্যে একটা অস্ত্রবিরতি করা যায়।

এসব প্রচেষ্টা ফলবতী হতেও দেখা গেছে। গত ২৬ অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে জর্ডানের উত্থাপিত একটি অস্ত্রবিরতি প্রস্তাবে ১২০টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। ১৪টি দেশ বিপক্ষে ভোট দেয়। ৪৫টি দেশ ভোট দিতে বিরত থাকে। কিন্তু এরদোগান, ফিদান ও আরব দেশগুলোর নিবিড় কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পর গাজায় যুদ্ধবিরতির পক্ষে থাকা দেশের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ডিসেম্বরে আরেকটি ভোটাভুটিতে ১৫৩টি দেশ অস্ত্রবিরতির পক্ষে ভোট দেয়। বিপক্ষে ভোট দেয় ১০টি দেশ। আর ভোটদানে বিরত থাকে ২৩টি দেশ। এটা অবশ্যই একটা বড় অর্জনই। কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে, গাজায় যে ধরনের মানবিক বিপর্যয় ঘটে চলেছে, তাতে করে এই অর্জনের স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

ইসরায়েল প্রশ্নে তুরস্ক চরম অবস্থান নেবে, এই প্রত্যাশাটা সবার মাঝে তৈরি হয়েছে। অনেকে বলতে পারেন, এরদোগান তাঁর অগ্নিবর্ষী বক্তব্যের মাধ্যমে এই প্রত্যাশাটা জাগিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এটা অযৌক্তিক বিশ্লেষণ।

১৪ জানুয়ারি ছিল গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের ১০০ দিন। এদিনে আঙ্কারা ইসরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আগে থেকে নির্ধারিত আঙ্কারা সফর বাতিল করেন। তেল আবিবে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূতকে দেশে ডেকে আনেন। পাইপলাইনের মাধ্যমে ইসরায়েলে গ্যাস সরবরাহের যে আলোচনাটি থেমে আছে, সেটা কীভাবে চালু করা যাবে, তা নিয়ে সলাপরামর্শ করা হয়।

ফিলিস্তিনিদের দুটি প্রধান উপদল হামাস ও ফাতাহকে এক করার চেষ্টাও করে যাচ্ছে তুরস্ক। এরদোগান বলেছেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র নিয়ে ঘটনাচক্রেই যে বিতর্ক আসবে, তার প্রস্তুতি হিসেবে হামাস ও ফাতাহকে তিনি একত্রে বসানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ফাতাহ এরই মধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা এ ধরনের আলোচনায় বসতে রাজি।

এরদোগানসহ তুরস্কের কর্তাব্যক্তিরা বারবার করে বলে আসছেন, গাজা যুদ্ধের মূল দায়টা নেতানিয়াহুকে নিতে হবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হতে চলেছে। এ কারণেই এরদোগান এখন ইসরায়েলি সমাজকে দায়ী না করে সরাসরি নেতানিয়াহুকে টার্গেট করছেন। এরদোগান তাঁর বক্তব্যে প্রায়ই বলছেন, ইসরায়েলের জনগণ নেতানিয়াহুর শাসনের বিরোধী।

একই সঙ্গে তুরস্কের নেতারা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার করা গণহত্যা মামলায় সমর্থন দিয়ে চলেছেন। সম্প্রতি তুরস্কে অবস্থানরত ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহকালে ২৪ জনের বেশি সন্দেহভাজন গুপ্তচরকে আটক করেছে।

তাহলে পথ কী?

বাণিজ্যের প্রশ্নে ইসরায়েলের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ছেদে বিশ্বাসী নয় আঙ্কারা। এ ধরনের পদক্ষেপ নিলে তা ফিলিস্তিনিদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এমনকি ২০১০ সালে ইসরায়েলি সেনারা মাভি মারমারা গণহত্যা করার পরও আঙ্কারা তেল আবিবের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুরোপুরি ছেদ করেনি।

যদিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে তুরস্ক-ইসরায়েলের বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে অপতথ্য ছড়াচ্ছেন। কেউ কেউ বলছেন, নভেম্বরের তুলনায় ডিসেম্বরে ইসরায়েলের সঙ্গে তুরস্কের ৩৫ শতাংশ বাণিজ্য বেড়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা মৌসুমি বৃদ্ধি, প্রকৃত বৃদ্ধি নয়। কেননা, ২০২২ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের তথ্য তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে এ সময়ে ইসরায়েলে তুরস্কের রপ্তানি কমেছে ৩০ শতাংশ।

ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্য না করার জন্য অনেকে আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু আঙ্কারা সেই আহ্বানে সাড়া দেবে বলে মনে হয় না।

তুরস্কের সরকারের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে আমার কাছে মনে হয়েছে, আঙ্কারা দুই রাষ্ট্র সমাধানকে সামনে রেখে শান্তি স্থাপকের ভূমিকায় থাকতে চায়। শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, বৈধ ফিলিস্তিন সরকারের অধীনে গাজা পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখতে চায়।

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তুরস্কের সেই অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন হবে না।

রাগিপ সয়লু তুরস্কের সাংবাদিক মিডলইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

শন ওগ্র্যাডি

হুথি বিদ্রোহীদের আক্রমণ ও লোহিতসাগরে উত্তেজনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী ইয়েমেনে হুথি বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে বিমান হামলার জন্য বিশদ পরিকল্পনা করে। কয়েক সপ্তাহ ধরে হুথি আগ্রাসনের প্রত্যক্ষ ফল ছিল গত সপ্তাহের যুক্তরাজ্য ও মার্কিন নেতৃত্বে রয়্যাল নেভির জাহাজসহ লোহিতসাগরে হুথি বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ। উদ্দেশ্য অনুযায়ী হতাহতের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। তবে কৌশলগতভাবে, অপারেশনটি সফল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। শিপিং রুট রক্ষা করা এবং আরেকটি অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধ করতে এমন যৌথ অপারেশন অনিবার্য ছিল। তা না হলে ব্রিটেনের নির্বাচনের বছরে রয়্যাল নেভির যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস হওয়ার মতো এমন ঝুঁকিপূর্ণ মিশন কখনোই অনুমোদন পেত না। কিন্তু এখানে কি কোনো কৌশলগত পরিকল্পনা আছে? হুথি বিদ্রোহীরা যদি পালটা আক্রমণ করে, তাহলে কী হবে? হুথিদের সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধ কেমন রূপ গ্রহণ করবে? আর এই হুথিরাই-বা কারা? তাদের বিরুদ্ধে ব্রিটেন কীভাবে জয়লাভ করতে পারবে? এটাই এখন চিন্তার বিষয়! বড় বিপদ হলো, পশ্চিমা বিশ্ব এখন মধ্যপ্রাচ্যে আরো একটি ক্রমবর্ধমান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ইরাক, আফগানিস্তান ও সিরিয়ার মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যা যে-কোনো সময় স্রোতের বিপরীতে যেতে পারে। হুথি বিদ্রোহীরা কোনো অজানা ছোটখাটো প্রতিপক্ষ নয়। তারা অস্ত্রে সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত যোদ্ধা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা এখানে ইরানের প্রক্সি হিসেবে কাজ করছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে একে অন্যের মিত্র হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে ইরান ও সৌদি আরবের সম্পর্কে ফাটল ধরার পর হুথিরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রায় সাত বছর ধরে সৌদি আরব ও তার স্থানীয় মিত্ররা হুথি বিদ্রোহীদের দমন করার চেষ্টা করে, যা শেষ পর্যন্ত সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে প্রক্সি-যুদ্ধের রূপ ধারণ করে। মানবিক বিপর্যয় ও দ্বিপক্ষীয় অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে চীনের মধ্যস্থতায় একটা শান্তিচুক্তির মাধ্যমে সৌদি-ইরান সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে, পশ্চিমা নেতৃত্বে ব্রিটেন কেমন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? সৌদি আরব ও তার মিত্ররা যেখানে হুথিদের পরিপূর্ণভাবে দমন করতে পারেনি, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুথি বিদ্রোহীদের প্রতিহত করতে পারবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। বিশ্বের বিভিন্ন পরাশক্তি এই অঞ্চলে নিরর্থক যুদ্ধে স্থবির হয়ে যুদ্ধ করে উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন করতে পারেনি। এবারও কি তেমন কিছুই ঘটতে যাচ্ছে? সবচেয়ে হতাশাজনক ব্যাপার হলো, লোহিতসাগরে ইয়েমেনের মতো যুদ্ধবিদ্ধস্ত ও দরিদ্র দেশ এখন পশ্চিম ও ইসরাইল বনাম ইরানের প্রক্সি-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। এই যুদ্ধে লেবাননে হিজবুল্লাহ ও গাজায় হামাসের মতো ইরানের মিত্রদের মধ্যে সম্ভবত রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া ও চীন বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করছে। এই ধরনের প্রক্সি-যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থা তৈরি করতে পারে। কারণ এখানে অন্য দেশের মানুষের দ্বারা যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়, কিন্তু যে-কোনো সময় হেরে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হলে তা সরাসরি ভয়াবহ সংঘর্ষে পরিণত হতে পারে। আফগানিস্তানে যা ঘটেছিল, তার চেয়ে মারাত্মক পরিণতি এখানে দেখা যেতে পারে। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র দেশগুলো লোহিতসাগরের শিপিং লেন কখনোই হাতছাড়া করবে না, বিশেষ করে ইসরাইল লোহিতসাগরে শিপিং আক্সেস ধরে রাখার জন্য প্রাণপণে লড়াই করবে। ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামলার পর হামাস আসলে এমন কিছুই চেয়েছিল, যদিও এসবকিছু আগে থেকেই পরিকল্পিত ছিল না। হামাস এই অঞ্চলে একটা বিস্তৃত অস্থিতিশীলতা চেয়েছিল, যা ইসরাইলের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। তারা একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। তারা পশ্চিম তীরে ও দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইলের বিরুদ্ধে হিজবুল্লাহকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা এই অঞ্চলে তাদের হয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

এই বিশৃঙ্খলা হামাসের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, কারণ এটা ইসরাইলের মিত্রদের মধ্যে দুর্বলতা তৈরি করবে, যারা ইতিমধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধ এবং চীন-তাইওয়ান উত্তেজনার কারণে বেশ চাপের মধ্যে আছে। ইসরাইলকে কোণঠাসা করতে হামাসের জন্য এমন উত্তেজনা সুফল বয়ে আনবে। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে প্রক্সি-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ইসরাইল আগের মতো মার্কিন সামরিক সহায়তা পাবে না। সহজ কথায় বলতে গেলে হামাস চায়, ইরান তার পক্ষে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করুক। এই যুদ্ধে যদি যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে লক্ষ্যবস্তু করে আক্রমণ করে কিংবা ওয়াশিংটন যদি সরাসরি ইরান আক্রমণ করতে সম্মত হয়, তাহলে তা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর জন্য হবে অত্যন্ত সুখের সংবাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের (এবং উভয় পক্ষের বিভিন্ন মিত্রদের) মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ, যা অনেক দিন ধরে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। অবশেষে বাস্তবে পরিণত হবে। এটা কাল্পনিক মনে হতে পারে–এবং এই অর্থে কাল্পনিক যে, যুদ্ধ যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে শুরু করে, তখন ভয়াবহতা কমাতে অনেকেই সংঘর্ষ এড়ানোর চেষ্টা করে। যেমন, বৈরুতে এক জন হামাস কমান্ডারকে ইসরাইলি গোয়েন্দা হত্যা করার পরও হিজবুল্লাহ ও লেবানন সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে ইসরাইলের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হতে অনিচ্ছুক ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বাড়ছে এবং মধ্যপ্রাচ্য, ইউক্রেন ও তাইওয়ানের জন্য ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এসব উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার কারণে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শেষ পর্যন্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে যে পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছিল, তা ধীরে ধীরে কমে আসছে। কিন্তু সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে আসা পশ্চিমা ট্যাঙ্ক রক্ষা করার জন্য ইয়েমেনে দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

সুয়েজ ক্যানাল হাতছাড়া হওয়ার প্রায় সাত দশক পর ব্রিটেন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়েছে। আবারও ব্রিটেন আন্তর্জাতিক শিপিংয়ের অবাধ প্রবাহে একটা আরব দেশ যেন বাধা প্রদান করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। অনেক বছর পর, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র এক পক্ষ হয়ে এমন একটা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, যেটা কখনো ব্রিটেনের লড়াই ছিলই না। এখানে ব্রিটেন কীভাবে এই সংঘর্ষ থেকে বেরিয়ে আসবে, সেটাই দেখার বিষয়।

লেখক: দি ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক
দি ইন্ডিপেনডেন্ট থেকে অনুবাদ :আব্দুল্লাহ আল মামুন

প্রথম নজর

কুয়াশার রাতে আলুর বস্তা মাথায় দিয়ে কাঠ মিলে হামলা চোরের

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজনঘন কুয়াশার রাতে আলুর বস্তা মাথায় দিয়ে কাঠ মিলে হামলা চালালো চোর। সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ল সেই ছবি। অভিযোগ দায়ের করা হলো ধূপগুড়ি থানায়। ঘটনাস্থলে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। চাঞ্চল্য ছড়ালো বামনী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের বামনী ব্রিজ এলাকার ঘটনা।

জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে ধূপগুড়ি ব্লকের বামনী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার একটি কাঠ মিলে হানা দেয় এক চোর। সিসিটিভি ফুটেজ দেখলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠে পুলিশ ও মিল মালিকেরা ছবিতে দেখা যায় এক ব্যক্তি মাথায় আলুর বস্তা মাথায় দিয়ে মিলের অফিস কক্ষের সামনে আসে। এরপর অফিসের সম্মুখের সিসি ক্যামেরা ঢেকে দিয়ে দরজা ভেঙে দিয়ে লুটপাট চালায় বলে অভিযোগ। সকালে ঘুম থেকে উঠে অফিসের দিকে আসলে হুশ ফেরে মিল মালিক হাজী রফিক উদ্দিন আহমেদ এর। তিনি এসে দেখেন অফিসের দরজা ভাঙা অবস্থায় পরে রয়েছে। রুমের ভেতরে যেতেই দেখেন বাক্সের তালা ভাঙা আর যাবতীয় কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে রয়েছে। তাতেই সন্দেহ হয় তার। ঘটনা চাউর হতেই লোকজন জমে যায় মিল চত্বরে। খবর দেওয়া হয় ধূপগুড়ি থানায়। এরপর পুলিশ গিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত করে। উল্লেখ্য এই কাঠমিলে মাস দুয়েক আগেও দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে বলে পরিবার সুত্রে জানা যায়। সেবার বেশকিছু টাকা পয়সা নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। তবে তখনও পুলিশে খবর দিলে পুলিশ তদন্ত করেছে ঠিকই কিন্তু চুরির কিনারা করতে পারেনি পুলিশ বলে অভিযোগ করেন পরিবারের সদস্যরা।

মিল মালিকের বড়ো ছেলে খোদা বক্স আলম বলেন, মাস দুয়েক আগেও আমাদের মিলে চুরি হয়েছিলো এমনকি বেশকিছু টাকাও চুরি হয়েছিলো। পুলিশে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলাম। পুলিশ এসে তদন্ত করলেও চোর ধরা পড়েনি।

বারাসতে তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে বুধবার দেগঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমদাড়িয়া খেলার মাঠে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন বারাসাত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বিধানসভার মুখ্য সচেতন নির্মল ঘোষ,বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা বিধায়ক হাজী নুরুল ইসলাম, দেগঙ্গা বিধানসভার বিধায়ক রহিমা মন্ডল, জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প,বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,ব্লক সভাপতি ইছা হক সরদার, মাহফুজুর রহমান,নিজামুল করিম, রেজাউল ইসলাম, রিঙ্কু সাহাজি, গফফার আলী মোল্লা, পারভিন সুলতানা, শুভঙ্কর ঘোষ, এমদাদুল হাজী সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান,গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির সমিতির সদস্য সদস্যা সহ তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।সভায় ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যারা ভুল করে অন্য দলে চলে গিয়েছিলেন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবার তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে নিলেন। এই জনসভায় বিভিন্ন দলের সাতজন সদস্য সহ প্রায় ২০০০ জন তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান করেন। প্রচুর তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক এবং কর্মী এই জনসভায় উপস্থিত হন। মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

তিন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি পুনর্নির্বাচিত

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদর এলাকায় খণ্ডঘোষ,রায়না ১ ও রায়না ২ ব্লকের পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতিরা পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় খুশির জোয়ার ।পুনরায় নির্বাচিত ব্লক সভাপতি দের সম্বর্ধনা দেওয়ায় হুড়োহুড়ি পরে যায় ব্লক সভাপতির কার্যালয়ে।ফুলের মালা ও ফুলের তোরা সহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দিয়ে সম্বর্ধনা জানায় ব্লক সভাপতিকে। খণ্ডঘোষ ব্লকে এই নিয়ে পাঁচ বারের জন্য ব্লক সভাপতি নির্বাচিত হলো অপার্থিব ইসলাম যাকে সবাই ফাগুন হিসাবেই চেনে। অন্য দিকে রায়না ১ ব্লকে তৃতীয় বারের জন্য নির্বাচিত হল একসময়ের হিজলনা অঞ্চলের দোদণ্ড প্রতাপ নেতা বামদেব মণ্ডল। শ্যামসুন্দর বাজারে অবস্থিত রায়না ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে বামদেব মন্ডলকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত তৃণমূল প্রতিনিধি ও বিভিন্ন সংঘের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। রায়না দুই ব্লকের ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের অফিসে দ্বিতীয়বারের জন্য পুনরনির্বাচিত হওয়া সৈয়দ কলিমুদ্দিন কে সম্বর্ধনা দেন বিভিন্ন এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীরা। পুনঃনির্বাচিত হওয়ার তিন ব্লক সভাপতি বলেন দলের সুপ্রিমো নেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং দলের আরেক কান্ডারী অভিষেক ব্যানার্জি সহ পূর্ব বর্ধমান জেলার দলের জেলা সভাপতিকে অশেষ ধন্যবাদ। ২০২৪ সালের নির্বাচনে ব্লকের প্রতিটি গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসকে জয়ী করার জন্য মানুষের সাথে ও মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাবো ।

প্রথম মালদা জেলার কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালু

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন:এবার প্রথম মালদা জেলায় কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালু হয়েছে। মালদহের বামনগোলা ব্লকে পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে এই বছর থেকে সাঁওতালি ভাষার পঠন পাঠন শুরু।ইতিমধ্যে পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া প্রায় শেষ হয়েছে। উত্তরবঙ্গে এই প্রথম চালু হচ্ছে সাঁওতালি ভাষায় পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স কোর্স চালু সবুজ সংকেত দিয়েছেন রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তর শুধু কলেজেই নয় এটা গোটা মালদা জেলা ক্ষেত্রেও বড় খবর এই প্রথম পাকুয়াহাট ডিগ্রীকলেজ অনার্স কোর্স চালু হচ্ছে।মালদা জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লক বলতে, হবিবপুর,বামনগোলা,গাজোল ব্লক গুলিকে হিসেবে ধরা। আদিবাসী যুবক যুবতীরা দীর্ঘদিন ধরে সাঁওতালি ভাষায় পাঠান এবং ওই ভাষার অনার্স কোর্স চালু করার দাবি তুলেছেন তারা পড়ুয়াদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে কিছুদিন আগে পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে কর্তৃপক্ষ রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের কাছে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স কোর্স চালু করার প্রস্তাব দেয় সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

এ বিষয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুজন ঘোষ বলেন, এই কলেজটি আদিবাসীদের এলাকায় অনেকদিন ধরে এলাকার মানুষ কলেজে সাঁওতালি ভাষা অনার্স করছে দাবি করেছিলেন মানুষ দাবি মেনে সরকার রাজ্য সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের আবেদন জানিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রী সেই আবেদন সাড়া দিয়ে সাঁওতালি ভাষা অনার্স চালু করার সবুজ সংকেত দেয়। এই বছর থেকে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালু হয়ে যাবে বর্তমানে কোন সাঁওতালি ভাষার শিক্ষক নিয়োগ হয়নি বলেই এখন পর্যন্ত পঠন পাঠন চালু হয়নি খুব শীঘ্রই আমরা এই ব্যবস্থা নেব সিট সংখ্যা মাত্র ৩০ টি রয়েছে তার মধ্যে ২৮ জন ভর্তি হয়েছে।কিন্তু এখন পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষিকা না থাকাই পঠন-পাঠন চালু হয়নি। এ বিষয়ে ছাত্র অমল হেমরম, বিষম সরেন, জানিয়েছে -এই প্রথম পাকুহাট ডিগ্রী কলেজে সাঁওতালি ভাষায় পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে খুব খুশি হয়েছি আমরা কিন্তু ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলেও এখনো শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে পঠন-পাঠন চালু হয়নি।এই নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কিছুটা মুখ ভার হয়েছে।কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইলে--কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন খুব শীঘ্রই পঠন-পাঠন চালু হবে শিক্ষক না থাকায় এখনো চালু হয়নি।

রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিন কোনও অঘটন ঘটানোর চক্রান্ত চলছে: বিমান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: রাম মন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে যখন সাজসাজ রব গোটা দেশ জুড়ে।তখন এনিয়ে আশঙ্কার বাণী শোনালেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান তথা প্রবীণ সিপিএম নেতা বিমান বসু। তাঁর মতে, ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিন কোনও অঘটন ঘটানোর প্রচেষ্টা চলছে। তবে কি অঘটন ঘটতে পারে সেবিষয়ে খোলসা করে কিছু বলতে না চাইলেও সিপিএমের বর্ষীয়ান এই নেতা মনে করেন,দুষ্টু লোকেরা সবসময় চাই কোনও না কোনও সমস্যা তৈরি করতে। তাই সেদিন সাধারণ মানুষ যাতে সজাগ এবং সতর্ক থাকে,তা নিয়ে ইতিমধ্যে দলের পক্ষ থেকে প্রচারও চলছে বলে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানিয়েছেন বিমান বসু।

সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির ২৮তম সম্মেলন শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে। চলবে আরও দু'দিন।সেই সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ উপলক্ষে এদিন সন্ধ্যায় বারাসতে হাজির ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু।তিনি ছাড়াও এদিনের প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দেন এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য,দলের সর্বভারতীয় নেত্রী দিপ্সিতা ধর প্রমুখ। প্রকাশ্য সমাবেশের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এদিন সিপিএমের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু রাম মন্দিরের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন,"আর তিনদিন পরেই রাম মন্দিরের উদ্বোধন হতে চলেছে। সেদিন অর্তাৎ ২২ জানুয়ারি কিছু না কিছু ঘটনা ঘটানোর প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম নেই।সংবিধানে স্পষ্টত বলা আছে, আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ। যে যার মতো করে ধর্মাচরণ করবে। এটাই স্বাভাবিক।এতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।আমরা কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে নই।অথচ যেভাবে সাংবিধানিক কাঠামোকে ভেঙে ধর্মের আবেশে এসে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা চলছে।তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে আমাদের। এক্ষেত্রে দলের ছাত্র সংগঠনকে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান সিপিএমের এই বরিষ্ঠ নেতা। এদিন রাম মন্দিরের পাশাপাশি রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়েও সরব হয়েছেন সিপিএমের প্রবীণ নেতা বিমান বসু।

নলহাটি ২ ব্লক তৃণমূল পেল নতুন সভাপতি

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সভাপতি পেলো নলহাটি ২ নং ব্লক তৃণমূল। বেশ কিছু দিন আগেই রামপুরহাটে ভোটা ভুটির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনেই ব্লক সভাপতি নির্বাচন করেছিলেন তৃণমূল নেতারা। বুধবার সন্ধ্যায় ব্লক সভাপতির একটি লিস্ট বেরিয়ে আসে। সেখানে বান্দখালা গ্রামের রেজাউল হককেই বেছে নেওয়া হয়েছে। তিনিই সর্বাধিক ভোট পেয়ে জনসমর্থনে নেতা হয়েছেন। আগে তিনি সিপিএম থেকে নলহাটির দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখন তার ওপর ভরসা করেই তৃণমূলের রাজনীতি বা সাংগঠনিক দিকটি গড়ে উঠবে। কারণ এখানে বিভাস অধিকারী পদ ত্যাগের পর গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোর কমিটির মাধ্যমে ভোট করা হয়েছিল। কিন্তু ভোটের তেমন আশানুরুপ ফলাফল হয়নি। পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল দশটি এবং বিরোধীরা আটটি আসন পেয়ে পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনে ঘড়ির কাটার মত দাঁড়িয়ে এলাকায় বিরাট প্রশ্ন উঠেছিল। পঞ্চায়েত সমিতি শাসক দলের থাকবে নাকি বিরোধীদের দখলে যাবে। একইভাবে ব্লকের ছটি পঞ্চায়েতের মধ্যে তিনটি হাতছাড়া করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তার পরেই উচ্চ নেতৃত্বরা মনে করেছিল এমন এক সাংগঠনিক নেতাকে নিতে হবে। যার গ্রহণ যোগ্যতা থাকবে সবার কাছে। সেজন্যই রেজাউল হককে ব্লক তৃণমূল সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সিপিআইএমের প্রাক্তণ সভাপতি ছিলেন। একইসঙ্গে তিনি প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক দিকটিও বোঝেন। পাশাপাশি কংগ্রেস সিপিএমের যে জোট সেখানে তার অনুগামীরা দলে আসবেন সেই আশা করেই দল তাকে ব্লক সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সাবির গলসির ব্লক তৃণমূলের নয়া সভাপতি

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসি ২ নং ব্লকের নবনির্বাচিত তৃণমূলের ব্লক সভাপতি হলেন সেখ সাবিরউদ্দিন আহম্মেদ ওরফে জয়। তাকে নিয়ে এদিন আনন্দে মাতলেন দলীয় কর্মীরা। তিনি প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমির কর্মাধক্ষ্য ছিলেন। উল্লেখ্য, বুধবার সন্ধ্যায় রাজ্যের অনেক ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন ব্লক সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়। যেখানে দেখা গেছে বেশ কিছু ব্লকে নতুন মুখ আনা হয়েছে। সেই মতো গলসি ২ নং ব্লকে সেখ সাবির উদ্দিন আহম্মেদের নাম ঘোষণা হতেই সন্ধার পর থেকে তৃণমূল কর্মীরা উৎসাহে মেতে উঠে। বৃহস্পতিবার সকালে সভাপতি প্রথমে শাহ্ পীরতলায় মাজারে চাদর চড়ান।

তারপর কর্মীদের সাথে মিছিল করে গলসি বাজারে দলীয় কার্যালয়ে আসেন। কর্মীরা নতুন সভাপতি কে কাঁধে তুলে দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করান। সেখানে তাঁকে ফুলমালা পরিয়ে শুভেচ্ছা দেন বহু জনপ্রতিনিধি।

কিষান মান্ডিতে ধান বিক্রি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে ক্ষোভ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডির দেওয়া চার্জশিটে উঠে এসেছে ধান কেনাবেচার দুর্নীতির অভিযোগ। রাজ্য সরকার কিষাণ মান্ডিতে ধান কেনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা নির্দেশ দিলেও সরকারি নির্দেশ তোয়াক্কা না করে চলছে কালোবাজারি। ক্ষোভে ফেটে পড়লেন কৃষকরা। অভিযোগ, বীরভূমের বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের বোলপুর কিষান মান্ডিতে ধান বিক্রি করতে এসে তিক্ত অভিজ্ঞতা স্বীকার হলেন পারুই থানার কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালনগর গ্রামের কৃষক বামাচরণ সামন্ত। এদিন তিনি বোলপুর কিষাণ মান্ডিতে ৬২ কুইন্টাল ধান বিক্রি করতে করেন। তাঁর অভিযোগ, কুইন্টাল প্রতি ৪ কেজি পাঁচ কিলো এমনকি তিন কিলো করে ধান বেশি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তার এই অভিযোগে রীতিমতো উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হল বোলপুরের কিষান মান্ডি চত্বরে। সরকারিভাবে বোলপুরের রামকৃষ্ণ রাইস মিলের মধ্যস্থতায় চাষীদের কাছে ধান কেনা হচ্ছে। বোলপুরের রামকৃষ্ণ রাইস মিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ধান নিয়ে নেওয়া হচ্ছে চাষীদের কাছ থেকে। যদিও এ বিষয়ে রাইস মিলের ম্যানেজার ক্যামেরার সামনে কোন মন্তব্য করতে চাননি। অন্যদিকে বোলপুর কিষাণ মান্ডির দায়িত্ব থাকা এক আধিকারিক জানান, চাষিরা ধান বিক্রি করতে আসছে। সঠিকভাবেই ধান কেনা হচ্ছে। কিন্তু যে ধান গুণগত মান খারাপ। সে ক্ষেত্রে কুইন্টাল প্রতি ধান তিন-চার কেজি করে নেওয়া হচ্ছে। যদিও এটি সরকারি গাইডলাইনের বহির্ভূত। বোলপুরের রামকৃষ্ণ রাইস মিলের বিরুদ্ধে যখন ধান কেনা নিয়ে কালোবাজারের অভিযোগ উঠে আসছে ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আরো একটি তথ্য নিঃসন্দেহে চাঞ্চল্যকর। গরু পাচার কাণ্ডে কেন্দ্রীয় এজেন্সি এই রাইস মিলের মালিককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে আদালতের উপর আস্থা আছে: শাহজাহানের ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: সন্দেশখালি কান্ডের আইনের উপর পূর্ণ আস্থা আছে আদালতের সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন আমরা মাথা পেতে নেব শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগীর। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের বাড়ি, মাছের আড়ত ও ভাটায় নটি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে এবং নজরদারিতে মুড়ে ফেলা হয়েছে পাশাপাশি মনিটরিং করা হচ্ছে দিন ও রাতে। কারা আসছে কারা যাচ্ছে সেই নিয়ে পুরোটাই নজরদারিতে রয়েছে। পুলিশি নিরাপত্তা গঠন করা হয়েছে। তারপরে আজ আদালতের নজরদারিতে সিট গঠন করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে রাজ্যের উচ্চপদস্থ আধিকারিক তথা আই পি এস এর পদমর্যাদা পুলিশ আধিকারিক ও সিবিআই এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আদালতের নজরদারিতেই তদন্ত চলবে, আগামী ১২ ই ফেব্রুয়ারি মধ্যে একটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে। এরপরেই শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগীর বলেন রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে বলা হচ্ছে শেখ শাহাজানের নাম উঠে আসছে।ভাই দোষী সাব্যস্ত হলে আদালত যা রায় দেবে আমরা মাথা পেতে নেব। আমাদের পূর্ণ ভরসা রয়েছে আদালতের সিদ্ধান্তকে, আমরা মান্যতা দেই আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়, আইন আইনের পথে চলবে।

স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তীতে নজরুলের আবক্ষ মূর্তি

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: গ্রামের মানুষকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে নবগ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামে গড়ে উঠেছিল বিদ্যালয়। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলে ৫০ বছরে পদার্পণ । একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম হলেও বর্তমান সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমতি নেই কোন আধুনিকতার ছোয়া। মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম ব্লকের রসুলপুর অঞ্চলের বাঁকিপুর গ্রামে ১৯৭৪ সালে গড়ে উঠেছিল বাঁকিপুর নজরুল বিদ্যাপীঠ। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে ৫০ বছরে পদার্পণ করলো এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রত্যন্ত গ্রামের গড়ে ওঠা এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নত আর পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কোন অংশেই কম নেই আধুনিকতার ছোঁয়ায়। রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা সহ এক মনোরম পরিবেশ।

৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ন জয়ন্তী উৎসব উদযাপন করা হল তিন দিন ধরে। ১৬ই জানুয়ারি শুরু হয়ে একাধিক কর্মসূচির মাধ্যমে শেষ হয় ১৮-ই জানুয়ারি। সুবর্ন জয়ন্তী উপলক্ষে রোডরেস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত সমবেত কণ্ঠে গান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্য নাচ কবিতা পাঠ সহ বাল্যবিবাহ রোধে নাটক পরিবেশন সহ বিভিন্ন বিষয় ছিল নজর। সেই সঙ্গে উন্মোচন করা হয় কাজী নজরুল ইসলামের আবক্ষ মূর্তি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সরুলিয়া মাদ্রাসায় বার্ষিক অনুষ্ঠান

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জেলার অন্যতম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরুলিয়া মাদ্রাসা দারুল উলুমের আঞ্জুমান ইসলাহুল বায়ানের সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বাৎসরিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ও সমাপনী সভা। পবিত্র কুরআন ও নাতে রাসুল সা. পাঠের মাধ্যমে সভার সূচনা করা হয়। উদ্ভাবনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক তথা জেলা জমিয়তে উলামার সভাপতি শাইখুল হাদীস মাওলানা বদরুল আলম। কেরাত, গজল বাংলা ও আরবি ভাষায় বক্তব্য এবং বিতর্ক মূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আঞ্জুমানের উপদেষ্টা হাফেজ তৌসিফ।সভায় উপস্থিত ছিলেন মুফতি আবুল হাসান, মুফতি হাবিবুর রহমান, মাওলানা তুকারুল, মাওলানা আব্দুল হক, মাষ্টার ওলিউল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। বিশেষ অতিথি মাওলানা মাহফুজুর রহমান মুরাদাবাদীর মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

বচসার মধ্যে প্রসূতিকে লাথি

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: বাড়ির জল যাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী পরিবারের সাথে বচসা হাওয়াই ছয় মাসের এক অন্তঃস্থতা গৃহবধূকে পেটে লাথি মারার অভিযোগ। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত গৃহবধূ। শান্তিপুর এক নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শ পল্লীর ঘটনা। আহত গৃহবধূর স্বামী গোপাল বিশ্বাসের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকালে কাজে বেরিয়েছিলেন। ফোনে খবর পেতেই বাড়িতে এসে দেখে তার স্ত্রী যন্ত্রণায় ছটফট করছে, জিজ্ঞাসা করতেই তার স্ত্রী বলেন বাড়ির জল যাওয়া নিয়ে প্রতিবেশী উত্তম অধিকারীর পরিবারের সাথে কথা কাটাকাটি হয়, এরপর আচমকায় উত্তম অধিকারীর পরিবার তাদের বাড়িতে ঢুকে চড়াও হয়ে মনিকা বিশ্বাস নামে গৃহবধূকে বেধড়ক মারধর করে। অভিযোগ এরপর ওই গৃহবধূর পেটে লাথি মারে তারা। ঘটনাস্থলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই গৃহবধূ। যদিও সাথে সাথেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে।

বনগ্রাম খানকাহে সভা

নুরুল ইসলাম খান ● বনগ্রাম

আপনজন: বুধবার বাদ মাগরিব ফুরফুরা শরীফের গদ্দীনশীন পীর আলা হজরত বড় হুজুর রহ: এর প্রতিষ্ঠিত বনগ্রাম পীর আব্দুল হাই সিদ্দিকীয়া খানকাহ শরীফে খারেজী মাদ্রাসার উদ্বোধন হল ।বর্তমান অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ পীর মাওলানা আবু তাহের মোঃ মতিউল্লাহ সিদ্দিকী হুজুর দোয়া করেন। উপস্থিত ছিলেন পীরজাদা পীরজাদা মাওলানা মোঃ সওবান সিদ্দিকী ও পীরজাদা হাফেজ মাওলানা মোঃ মুজাহিদ ইসলাম সিদ্দিকী । এদিন জেকের অনুষ্ঠিত হয়।এছাড়াও মাওলানা ইব্রাহীম, মাওলানা আব্দুল হালিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নেইমারের দলবদলে অনিয়মের সন্দেহে ফ্রান্সের অর্থ মন্ত্রণালয়ে তল্লাশি

আপনজন ডেস্ক: ট্রান্সফার ফির বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ২০১৭ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। সেই দলবদলে অনিয়ম নিয়ে তদন্তের অংশ হিসেবে এ সপ্তাহের শুরুতে ফ্রান্সের অর্থ মন্ত্রণালয়ে তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রের বরাত দিয়ে খবরটি জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। দুর্নীতি দমন ইউনিটকে সঙ্গে নিয়ে গত সোমবার এ তল্লাশি চালিয়েছে ফ্রান্সের পুলিশ।
এএফপিকে সূত্র জানিয়েছে, নেইমারের দলবদলে পিএসজি কর দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করেছে, এ সন্দেহের কারণে মন্ত্রণালয়ে তল্লাশি করা হয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ফ্রান্সের অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর প্রশাসন বিভাগে এ তল্লাশি করা হয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে সূত্র জানিয়েছে, এ তল্লাশি অনেক বড় একটি তদন্তের অংশ। ফ্রান্সের অনুসন্ধানী অনলাইন সংবাদমাধ্যম মিডিয়াপার্ট এর আগে নিজেদের প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, ২০১৭ সালে নেইমারের দলবদল নিয়ে পিএসজিকে করের ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়া হয়। রয়টার্স এ বিষয়ে ফ্রান্সের অর্থ মন্ত্রণালয় ও পিএসজিতে যোগাযোগ করে কোনো মন্তব্য পায়নি।
২২ কোটি ২০ লাখ ইউরোয় ২০১৭ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। ফরাসি ক্লাবটিতে ছয় মৌসুম কাটানোর পথে বেশ কয়েকবার চোটে ভুগেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। পাঁচবার লিগ জেতার পথে ক্লাবটির হয়ে ১৭৩ ম্যাচে করেছেন ১১৮ গোল। গত বছর আগস্টে পিএসজি ছেড়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে যোগ দেন নেইমার। সেখানে মৌসুমে ১০ কোটি ইউরো আয় করবেন এই ফরোয়ার্ড আর পিএসজি তাঁকে বিক্রি করে পিএসজির আয় ১০ কোটি ইউরো। তথ্যটি এএফপিকে জানিয়েছে এই চুক্তিসংশ্লিষ্ট এক সূত্র। গত বছর অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন নেইমার। গত ডিসেম্বরে ব্রাজিল দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার জানান, এ বছর ২০ জুনে শুরু হতে যাওয়া কোপা আমেরিকায় খেলতে পারবেন না তিনি। লাসমার তখন জানিয়েছিলেন, মাঠে ফেরার জন্য 'আগস্টে পুরোপুরি ফিট হবেন' নেইমার।

বিশ্বকাপ জয়ের 'ট্যাকটিক' ফিফাকে দান করলেন আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনি

আপনজন: কাতারে রূপকথা রচনা করে আর্জেন্টিনা। ৩৬ বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়ে জেতে বিশ্বকাপ। গ্রুপপর্বে সৌদি আরব ম্যাচ বাদে গোটা আসরে নান্দনিক পারফরম্যান্স উপহার দেয় আলবিসেলেস্তেরা। প্রতি ম্যাচেই আকাশী-সাদাদের নতুন কৌশলে খেলান কোচ লিওনেল স্কালোনি। সাফল্যও পান। প্রতিপক্ষরা আর্জেন্টাইন মাস্টারমাইন্ডের নিয়মিত পরিবর্তিত ফুটবল ট্যাকটিক্স খুঁজে কূল পায়নি। এবার নিজেই সেসব ট্যাকটিক্যাল নোট ফিফাকে দিলেন স্কালোনি।
সৌদি আরবের কাছে হেরে কাতার বিশ্বকাপ মিশন শুরু হয় আর্জেন্টিনার। শুরুটা অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও এরপরই ঘুরে দাঁড়ায় আলবিসেলেস্তেরা। লিওনেল মেসির আলো ছড়ানো নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা।

কালিয়াচকের স্মার্ট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নাজমুস সাহাদাত ●কালিয়াচক
আপনজন: মালদহের কালিয়াচকে স্মার্ট স্কুলের বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীয় অনুষ্ঠান। এদিনের ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেসব আকর্ষণীয় ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় প্রদীপ প্রজ্বলন ও শান্তির প্রতিক পায়রা উড়ানো এবং পতাকা উত্তোলন ও ছাত্রছাত্রী কর্তৃক সভাপতি এছাড়াও অতিথি বৃন্দদের অভ্যর্থনা এবং জাতীয় সংগীত এর মাধ্যমে আরম্ভ করা হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য ও স্বাগত ভাষণ দিয়ে শুরু হয় খেলা। আকর্ষণীয় খেলাগুলি হল, পুকুর ডাঙা, ব্যাঙ দৌড় ও ১০০ মিটার দৌড়, মোরগ লড়াই, মাছ ধরা, বেলুন ফাটানো, বিস্কুট দৌড়, সূচ সুতা দৌড়, মিউজিক্যাল চেয়ার, চামচ দৌড়, পা-সিং দা পার্সেল, ছদ্মবেশ। এছাড়াও ছিল নৃত্য, ভারত আমার ভারতবর্ষ, পাপাকেহতে হে বড়া নাম করেগি, বাজল ছুটির ঘন্টা, আমার সোনার হরিণ চায়, সুনো গোড়সে দুনিয়া ওয়ালো, চুড়ির তালে নুড়ির মালা, বন্ধু বিনে প্রান বাচে না, পুতুল নেব গো, সোনা রোদে হাসি দেখে, উদাশ দুপুর ছাড়াও ছিল দেশ ভক্তির গান এবং সকল অতিথিদের তাৎক্ষণিক বক্তব্য। এদিনের ক্রিড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রাক্তন শিক্ষক এজাজুল হক, কালিয়াচক হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সায়েম আসগার, শিক্ষিকা তানিয়া রহমত, ড: হাজেরুল ইবকার ও স্মার্ট স্কুলের সম্পাদক রবিউল ইসলাম সহ আরও অনেকে।

দ্বিতীয় সুপার ওভারে আফগানিস্তানকে হারাল ভারত

আপনজন ডেস্ক: ৪২৪ রানের ম্যাচ টাই, এরপর সুপার ওভারেও দুই দলই তুলল ১৬ রান করে। বেঙ্গালুরুতে সিরিজের শেষ ম্যাচটি নাটকীয় থেকে হয়ে উঠল মহানাটকীয়। দুই দলকে আলাদা করতে প্রয়োজন পড়ল দ্বিতীয় সুপার ওভার। ভারত সেখানে তুলেছে ১১ রান, আফগানিস্তান আটকে যায় ১ রানেই। দ্বিতীয় সুপার ওভার জিতে ভারত ধবলধোলাই-ই করল আফগানিস্তানকে। এ নিয়ে নয়বার তিন বা এর বেশি ম্যাচের সিরিজে প্রতিপক্ষকে ধবলধোলাই করল ভারত, তারা ছাড়িয়ে গেল পাকিস্তানকে।
প্রথম সুপার ওভারে রহমানউল্লাহ গুরবাজের সঙ্গে গুলবদিনকে পাঠায় আফগানিস্তান। লং অনে ম্যাচে দারুণ ফিল্ডিং করা বিরাট কোহলির কাছ থেকে ডাবলস নিতে গিয়ে প্রথম বলেই রানআউট হয়ে যান নাইব। মুকেশ কুমার ফুল লেংথে করে যাচ্ছিলেন, তবে চতুর্থ বলে গুরবাজ চারের পর পঞ্চম বলে নবী মারেন ছক্কা। শেষ বলে গিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক।
উইকেটকিপার সঞ্জু স্যামসনের করা থ্রো নবীর পায়ে লেগে যায় লং অনে, এরপরও নবী ও গুরবাজ সেই ওভার থ্রো থেকে নেন আরও ২ রান। নবী অবশ্য রান নিতে গিয়ে গতিপথ বদলাননি, ফলে আইন অনুযায়ী রান নিতে বাধা ছিল না আফগানদের। ভারতের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৭ রান।
প্রথম বলে রানআউট হতে পারতেন যশস্বী জয়সোয়ালও, তবে তিন স্টাম্প পেয়েও লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি গুরবাজ। প্রথম ২ বলে ওমরজাই দেন মাত্র ২ রান, কিন্তু তৃতীয় বলে ছক্কা পান রোহিত। সেটি অবশ্য বাউন্ডারি পার হয় অল্পর জন্য। কিন্তু পরের ছক্কায় ফুটে ওঠে রোহিতের ক্লাস, লো ফুল টসে এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে তুলে মারেন তিনি। পরের বলে রোহিত নিতে পারেন সিঙ্গেল, ফলে শেষ বলে দরকার ছিল ২ রান। কিন্তু রিটায়ার্ড আউট হয়ে উঠে যান রোহিত, যেন রিংকু সিং এসে দৌড়াতে পারেন। কিন্তু শেষ বলে ১ রানের বেশি আসেনি।
দ্বিতীয় সুপার ওভারে রিংকুকে নিয়ে নামেন রোহিত, যদিও আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশন বলে আগের সুপার ওভারে কোনো ব্যাটসম্যান আউট হলে পরের সুপার ওভারে তিনি নামতে পারবেন না (বোলারও একাধিক ওভার করতে পারবেন না)। সেই রোহিত ফরিদ আহমেদের প্রথম ৩ বলে তোলেন ১১ রান। রিংকু চতুর্থ বলে হন কট বিহাইন্ড, পরের বলে রোহিত রানআউট হলে ভারতকে থামতে হয় ১১ রানেই। ভারত এ সুপার ওভার করতে পাঠায় রবি বিষ্ণয়কে, প্রথম বলেই ক্যাচ তোলেন নবী। তৃতীয় বলে ক্যাচ তোলেন গুরবাজও। ১২ রানের লক্ষ্য আফগানিস্তান আটকে যায় ১ রানেই!
এর আগে মূল ম্যাচে বড় রান তাড়ায় রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরানও সময় নেন, তবে শক্ত একটা ভিতই গড়েন ৯৩ রানের ওপেনিং জুটিতে। দুজনই পান ফিফটির দেখা। তবে ৫০ পেরোতে পারেননি কেউই। কুলদীপ যাদব ও ওয়াশিংটন সুন্দরের ঘূর্ণিতে ১১টি বৈধ বলের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে ছন্দপতন হয় আফগানদের।
সেখান থেকে গুলবদিন নাইবের সঙ্গে ২২ বলে ৫৬ রানের জুটিতে আফগানদের বড় আশা জোগান মোহাম্মদ নবী। ওয়াশিংটন সুন্দরের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে তুলে মারতে গিয়ে ১৬ বলে ৩৪ রান করে থামেন তিনি, তখনো অবশ্য ম্যাচ থেকে ছিটকে যায়নি আফগানিস্তান।
করিম জানাত ও নজিবউল্লাহ জাদরান দ্রুত ফিরলেও লড়াই চালিয়ে যান গুলবদিন নাইব। জয়ের জন্য শেষ ৫ বলে আফগানিস্তানের দরকার ছিল ১৪ রান। গুলদবদিন সেটিই নামিয়ে আনেন ১ বলে ৩ রানে। শেষ বলে ফুল লেংথ থেকে বড় শটের চেষ্টা করেননি গুলবদিন, এক্সট্রা কাভার থেকে ডাবলস নিয়ে নিশ্চিত করেন সুপার ওভার। ফলে দুই দল মিলে তোলে ৪২৪ রান, টাই হওয়া ম্যাচে যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।
এর আগে ভারতের ইনিংস ছিল রোহিত ও রিংকুময়। এক বছরেরও বেশি সময় পর এ সংস্করণে ফিরে আগের দুই ম্যাচ মিলিয়ে কোনো রানই করতে না পারা রোহিতের এ ম্যাচে প্রথম রানটি করতে লাগে ৭ বল। সেখান থেকেই রেকর্ড গড়া ৬৯ বলে ১২১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ভারত অধিনায়ক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে তাঁর এটি পঞ্চম সেঞ্চুরি, এ সংস্করণে কোনো ব্যাটসম্যানের যা সর্বোচ্চ।
রোহিত সে ইনিংস খেলেছেন এমন ম্যাচে, যেখানে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ফরিদ আহমেদের তোপে ৪.৩ ওভারে ২২ রানের মধ্যেই ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল ভারত। টি-টোয়েন্টিতে এত কম রানে এর আগে কখনোই ৪ উইকেট হারায়নি তারা। সেখান থেকে রিংকু সিংকে (৩৯ বলে ৬৯) নিয়ে ভারতকে টেনে তোলেন রোহিত, পঞ্চম উইকেটে দুজন যোগ করেন ৯৫ বলে ১৯০ রানের রেকর্ড জুটি।

রোহিতের ৯ নজির

আপনজন ডেস্ক: আপনজন: আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি ২০ সিরিজের প্রথম দুটি ম্যাচে শূন্য রানে আউট হওয়ার পর বুধবার তৃতীয় ম্যাচে বিধ্বংসী মেজাজে ব্যাট করলেন রোহিত শর্মা। ৬৯ বলে ১২১ রান করেন তিনি। পরে সুপার ওভারেও দলকে জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ভারত অধিনায়ক। ম্যাচে নয়টি নজির গড়েন রোহিত।
১) আন্তর্জাতিক টি ২০তে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি এখন রোহিতের। ১৫১টি ম্যাচে এটি তার পঞ্চম সেঞ্চুরি। টপকালেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এবং সূর্যকুমার যাদবকে। দুজনেরই চারটি করে শতরান রয়েছে।
২) ৬৯ বলে ১২১ রান টি ২০তে রোহিতের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ। এর আগে ২০১৭ সালে ইন্দোরে ৪৩ বলে ১১৮ ছিল সর্বোচ্চ।
৩) ভারতীয় ব্যাটার হিসাবে রোহিতের ১২১ রান চতুর্থ সর্বোচ্চ। সবার আগে শুবমান গিল (১২৬)। এরপর রয়েছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১২৩) এবং বিরাট কোহলি (১২২)।
৪) ভারতের অধিনায়ক হিসাবে টি ২০তে সর্বোচ্চ রান রোহিতের। বিরাট কোহলির (৫০টি ম্যাচে ১৫৭০ রান) রেকর্ড ভাঙলেন। রোহিত এখন পর্যন্ত ৫৩ ম্যাচে ১৬৪৮ রান করেছেন।
৫) টি ২০তে অধিনায়ক হিসাবে সবচেয়ে বেশি ছয় মারার নজির গড়লেন রোহিত। টপকালেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক এউইন মরগানকে (৮৬)। এখন রোহিতের ৫৩ ম্যাচে ৯০টি ছক্কা রয়েছে।
৬) বাবর আজমের পর দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসাবে টি ২০তে তিনটি সেঞ্চুরি হলো তার।
৭) ভারতের অধিনায়ক হিসাবে সবচেয়ে বেশি টি ২০তে জেতার নিরিখে এমএস ধোনিকে ছুঁয়ে ফেললেন রোহিত। দুজনই ৪২ টি করে ম্যাচ জিতেছেন।
৮) টি ২০তে সবচেয়ে বেশি রানের জুটি হলো রোহিত ক্রিজে থাকাকালীন। রিঙ্কু সিংয়ের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ১৯০ রানের জুটি গড়েন রোহিত, যা সর্বোচ্চ।
৯) অধিনায়ক হিসাবে টি ২০তে সবচেয়ে বেশি দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতলেন রোহিত (১২)।

সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার বাৎসরিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন●হাওড়া
আপনজন: আজকে অনুষ্ঠিত হল হাওড়া জেলার আমতা সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ছাত্রছাত্রীদের দৌড়, লং জাম্প, মেমোরি টেস্ট, বিস্কুট দৌড়, অঙ্ক দৌড়, গুলিচামচ দৌড়, আলু দৌড়,গোল কিক, হিট দ্যা উইকেট, মিউজিকাল চেয়ার খেলাগুলি হয়। এদিন খেলা পরিচালনা করেন মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা শেখ মুহাম্মদ কালিমুল্লাহ সাহেব। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরুস্কার তুলে দেন মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুজিত কুমার বেরা মহাশয়, জনাব গোলাম খাঁন সাহেব, জবেদ আলী খাঁন সাহেব, তন্ময় আদক, কাকলি মন্ডল, সুকুমার সাঁওতা, আফতাব মল্লিক, পম্পা দাঁ ও আহমেদ মীর, প্রবীর ঘোষ ও আয়ুব খাঁন।

২০ দলের বিশ্বকাপ সূচি তৈরিতে হিমশিম খেয়েছে আইসিসি

আপনজন: ২০ দল, ৫৫ ম্যাচ– এত বড় পরিসরে ক্রিকেটের কোনো আসর আগে হয়নি। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা তাই আইসিসির জন্য আক্ষরিক অর্থেই ক্রিকেটকে বৈশ্বিক করে তোলার সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আরেকটি প্রথমের সাক্ষী হতে চলেছে। আসরটি যৌথভাবে আয়োজন করবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্য দিয়ে প্রথমবার মার্কিন মুলুকে হতে চলেছে ক্রিকেটের কোনো বৈশ্বিক আসর। বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশে প্রথমবার কোনো আইসিসির প্রতিযোগিতা হতে চলায় নিশ্চিতভাবেই ক্রিকেটের বাজার আরও ছড়িয়ে পড়বে। এত বড় পরিসরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করতে গিয়ে আইসিসিকে বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে।
বিশেষ করে টুর্নামেন্টের খসড়া সূচি তৈরি করা বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার জন্য ছিল সবচেয়ে জটিল কাজ।
গতকাল বহুল প্রতীক্ষিত নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়াম উন্মোচন করেছে আইসিসি। ৩৪ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার এ ভেন্যুতেই হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচও হবে এ মাঠে। নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইন গোলটেবিল বৈঠকে আইসিসি ইভেন্ট ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান ক্রিস টেটলি বলেছেন, 'ম্যাচ ও দলের সংখ্যা মিলিয়ে এটা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আমার অভিজ্ঞতা বলে, খসড়া সূচি করতে গিয়ে এবারই সবচেয়ে বেশি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।'
মূলত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্যই নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। তবে সবকিছুই অস্থায়ী। যেমন–সেখানে বসানো হচ্ছে ড্রপইন পিচ (প্রতিস্থাপনযোগ্য)। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড ওভালের কিউরেটর ডামিয়ান হফের নির্দেশনায় পিচগুলো বানানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায়। সেখান থেকে নিয়ে বসানো হচ্ছে নিউইয়র্কে।

২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের বিড থেকে সরে দাঁড়াল মেক্সিকো

আপনজন ডেস্ক: ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের বিড থেকে সড়ে দাঁড়ানোর ঘোষনা দিয়েছে মেক্সিকো। প্রায় অর্ধ শতকেরও বেশী সময় পরে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের স্বাগতিক হবার একটি আগ্রহ তাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত থেকে তারা সড়ে এসেছে। মেক্সিকান অলিম্পিক কমিটির প্রধান হোসে আলকালা গণমধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ সম্পর্কে আলকালা বলেন, 'আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)'র সাথে আমরা এ ব্যপারে কথা বলেছি। আমরা উপলব্ধি করেছি বিডে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা বেশ কঠিন।' তার পরিবর্তে ইয়ুথ অলিম্পিক গেমসের বিডে মেক্সিকো অংশ নিবে বলে আলকালা নিশ্চিত করেছেন। এর আগে আলকালা ও তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্সেলো এবরার্ড ২০২২ সালের অক্টোবরে মেক্সিকোর ২০৩৬ অলিম্পিকের বিডে অংশ নেবার ঘোষনা দিয়েছিলেন। এনিয়ে দ্বিতীয় বারের পর গ্রীষ্মকালীণ অলিম্পিক আয়োজনের সুযোগ এসেছিল লাতিন আমেরিকার দেশটির সামনে। এর আগে ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো সিটিতে প্রথমবারের মত অলিম্পিক আয়োজিত হয়েছিল। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এই শহরটির উচ্চতা প্রায় ২২৪০ মিটার উপরে। ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের বিডে অংশ নিতে ইতোমধ্যেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পোল্যান্ড ও তুরস্ক।

টি২০ বিশ্বকাপ: ভারত-পাক ম্যাচ খেলা হবে অস্থায়ী গ্যালারিতে

আপনজন: অ্যাডিলেড ওভালের কিউরেটর ড্যামিয়ান হাফের তৈরি অস্থায়ী ড্রপ-ইন পিচগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গেমগুলোর জন্য ব্যবহার করা হবে। ৯ জুন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ভারত বনাম পাকিস্তানের মধ্যে মার্কি ম্যাচের জন্য ৩৪ হাজার ধারণক্ষমতার একটি অস্থায়ী বসার গ্যালারি তৈরি করবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল তথা আইসিসি।
আইসিসির ইভেন্ট ডিরেক্টর ক্রিস টেটলি জানিয়েছেন যে হাই-প্রোফাইল ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচটি নাসাউ কাউন্টি মাঠে অনুষ্ঠিত হবে, যা ম্যানহাটনের পূর্ব থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ইংল্যান্ডের যেকোনো মাঠের চেয়ে এখানে বেশি দর্শকের সমাগম হবে। এমনকি মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের থেকেও বেশি দর্শক আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় আইসিসি-র ইভেন্ট ডিরেক্টর ক্রিস টেটলি জানিয়েছেন, 'আমরা ড্রপ-ইন পিচগুলো ব্যবহার করব এবং এটি ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। আমরা অ্যাডিলেড ওভালের কিউরেটর ড্যামিয়ান হাফের দক্ষতা ব্যবহার করছি, যিনি ড্রপ-ইন পিচগুলোর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি ট্রেগুলো তৈরি করেছিলেন এবং বড় হওয়া ট্রেগুলোর ইনস্টলেশনের তদারকি করেছিলেন। এই মুহূর্তে ফ্লোরিডায় তার তত্ত্বাবধানে কাজ চলছে।'
তিনি আরো বলেন, 'নিউ ইয়র্কে ম্যাচের পিচের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রে থাকবে। এবং প্রশিক্ষণের সুবিধা থাকবে। খেলার পৃষ্ঠটি একেবারে নতুন হবে এবং আমরা পৃষ্ঠগুলো সমতল করছি, ড্রেনেজ সুবিধাও থাকবে।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**